কলের পুতুল।

(শ্রীভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত)

বৈঠকখানা।

নয়নকুমার, চয়নকুমার, ও গঙ্গারাম,

নয়ন—কাজটা কি ভাল করলেন ঠাকুরদ্দা ? বুড়ো মার সঙ্গে ঝগড়া করে, তেজপক্ষের স্ত্রী নিয়ে শ্বশুর বাড়ী বাস কর্ত্তে চল্লেন ?

গঙ্গা—না করেই বা কি করি ভায়া ? রোজ রোজ ঝগড়া বিবাদ কিচিমিচি আর ভাল লাগে ? দু দুটো পরিবার মারা গেল—শেষদশায় পেন্‌সান্ নিয়ে, মনে কল্লুম মনের মতন ছোট খাটো বউটা নিয়ে, একটু নিশ্চিন্দি হয়ে সংসারে শান্তি ভোগ কর্ব্ব ; তা দেখ্‌ছি আর হ'লনা !

চয়ন—তাহ'লে যত আপদ ঐ বুড়ো মা বেটী ?

গঙ্গা—তার আর কথা আছে ? কথাটা বল্লে বড় দুষ্য দাঁড়ায় ; কিন্তু তোমরা যদি আমার মতন অবস্থায় পড়তে, তাহলে বুঝতে পারতে দাদা—বুঝ্‌লে ? আমার অপরাধটা কি—না, আবার বিয়ে করেছি—তা কি করি ভাই ! ছেলেপুলে হ'লনা—বাপ পিতামোর বংশটা কি লোপ হবে ?

নয়ন—কেন ছেলে তো রয়েছে ! নন্দেরচাঁদ কি আপনার ছেলে নয় ? প্রথম পক্ষের ছেলে বলে—কি তাকেও ত্যাগ কর্ত্তে হয় ?

ঝাঁটা মার—ঝাঁটা মার সে গোরবেটার মুখে ; চব্বিশ ঘন্টা মদ খেয়ে পথে পথে হল্লা করে বেড়াচ্ছে, বাড়ীতে এসে ঘটী বাটী ভাংছে, আমাকে মারতে ধরতে আস্‌ছে—তাকে ছেলে বলে, না শত্রু বলে !

চন্দন। সেওতো আপনার দোষ! তার মা যে দিন থেকে মারা গেলেন,—অশৌচ যেতে না যেতে আপনি বিবাহ কল্লেন—সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটীকেও পর করে দিলেন! তার লেখা পড়াও দেখ্‌লেন না—তার চরিত্র সম্বন্ধে তদারকও কল্লেন না—একটু শাসনও কল্লেন না! কাজেই ছেলেটী বিগ্‌ড়ে গেল!

গঙ্গা।—চুলোয় যাক্! তার নাম কখনো আমি মুখে উচ্চারণ করি না। তা যাই হোক্—তোমাদের সঙ্গে একটু কুটুম্বিতে আছে, তাই তোমাদের বল্‌তে এসেছি যে, তোমাদের বাড়ীতে মা তো এসে রয়েছেন—তাঁকে একবার বলতো যে আমি বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছি—মিছি-মিছি ভাড়া দিয়ে কি কর্ব্ব! তাঁর যদি কিছু জিনিষ পত্তর থাকে এই বেলা নিয়ে আসুন, না হয় লোক পাঠিয়ে দিন, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি!

নয়ন। আর আপনি কি মথুরাপুরী শ্বশুরবাড়ীতেই বাস কর্ব্বেন।

গঙ্গা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ-বেশ বলেছ ভায়া! মথুরাপুরীই বটে, তেজ-পক্ষের কিনা, যেমন রূপ—তেমনি বয়েস—তেমনি সরেস গুণ! কি মিষ্টি মিষ্টি কথা—কি আদর, আহা! বুড়ো বয়সটা ভগবান আমাকে ক্ষীরোদ সমুদ্রে ভাসাচ্ছেন।

নয়ন। দেখবেন দাদা—ক্ষীরোদ সমুদ্র উথলে না পড়ে—বুড় বয়সে ভেসে না যান।

গঙ্গা। ভাসবার যো কি দাদা—যে রকম খুঁটী গেড়ে বসে আছি, তাতে হুড়কো বাণ এলেও আমাকে এক চুলও নড়াতে পারবে না। আহা কাঞ্চমণি আমার ভবসমুদ্রের কলাগাছের শক্ত ভেলা! যতই ঢেউ লাগুক, ডুবে ডুবে ডুববে না।

চন্দন। ইস নাম কত্তেই দাদার যে লাল পোড়ে বুক ভেসে গেল!

গঙ্গা। ভাসবে না? তার কি আর তুলনা আছে? কি যত্নটা আমার করে—তা আর তোমায় কি বলব? এমন গুণের কচি বউ,

মা একটু বুঝেও বুঝলে না—চিনেও চিনলে না—ঐ কচি মেয়েকে বলে রাঁধতে—কাপড় কাচতে—ঝি না এলে বলে বাসন মাজতে।

নয়ন। এঁ্যা—এমন আস্পর্দ্ধা? মুখে বলে—না কাজে করায়?

গঙ্গা। কাজে করাবে? এঁ্যা তাহলে আমি পুলীশ কেস কর্ত্তুম না? ঐ মুখে বলেছিল বলেই তো একেবারে মায়ে পোয়ে জন্মের মতন বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

চয়ন। আর বুড়ী যে নিজে এত বড় সংসারের খাটুনি একা খেটে খেটে—মর্ত্তে বসেছিল—তা কি একবারও চখে পড়েনি? তাতে কি একটুও দরদ হয়নি?

নয়ন। তা আর কি হবে? মা মরুক—হাঁসপাতালে যাক্ তবু তেজপক্ষের বৌ তো ভাল থাক্‌বে—কি বলেন দাদা।

গঙ্গা। এই বল তো ভাই বাল তো। মা তো চিরকাল খেটেই থাকে—খাটুনি তার অভ্যাস! তবু নিজের জলের ঘটী কান্তমণি নিজে এগিয়ে নেয়—দরকার হলে দুটো পানও সেজে খায়—আলমারি থেকে পরণের কাপড়গুল সময়ে সময়ে বার করে পরে।

চয়ন। বটে বটে! উঃ—এততেও তোমার মা তুষ্ট হল না?

গঙ্গা। এই—এই বোঝো ভাই—এতেও মা খুসী হলেন না—সুতরাং বৌ নিয়ে আমার তফাৎ থাকাই ভাল।

নয়ন। তাই থাকুনতো দাদা—তাই থাকুন! কর্ত্তামায় সঙ্গে আমাদের একটু সম্পর্ক আছে—আমাদের বাড়ীতে যখন তোমায় তাড়া খেয়ে ঢুকে পড়েছেন—দেখি আমরা নিয়ে চালাতে পারি কি না! না হয় কাশী পাঠিয়ে দেবো! কিন্তু মাকে তো ছেলের একটা মাসোয়ারা দিতে হয়।

গঙ্গা। ও বাবা! আমি মাসোয়ারা দোবো? কোথায় পাব! এইতো ৬০৲ টাকা পেন্সন পাই—তাতেই কান্তমণির সব খরচ

জোগাতে পারি না—আবার মাকে মাসোয়ারা—ওরে বাবা কোথায় পাব?

চয়ন। তাহলে মা কি বুড়ো বয়সে না খেয়ে মরবে?

গঙ্গা। না খেয়ে মরবে কেন? জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। বুড়ো মানুষ—বিধবা—একমুটো আলোচাল,—যে সে দিতে পারে—যে সে দিতে পারে।

নয়ন। তবু তুমি ছেলে হয়ে দিতে পার না। কি বল?

গঙ্গা। একমুটো আলোচাল! তা না হয় আমি রোজ রোজ দিতে পরি। কিন্তু নিয়ে আসবে কি করে। এর জন্যে রোজ রোজ একটা লোক তো মোতায়েন কর্ত্তে পারি না।

চয়ন। ঠাকুরদা! আপনি আপনার কাজে যান,—এ সব মহাপাপের কথা যারা শোনে তাদেরও মহাপাপ হয়।

গঙ্গা। হক কথা বল্লে—বন্ধু বিগড়ে যাবে তো! যাই আবার বাজার কর্ত্তে হবে, আজ সম্বন্ধী আসবে। (গঙ্গারামের প্রস্থান)

চয়ন। দাদা! এ ঠাকুর্দ্দা শালা কি মানুষ! এর কি সত্যি ভীমরতি ধরেছে? মাকে বাড়ী থেকে ভিন্ন করে দিতে চায়?

নয়ন। যে সংসারে বৌ ভাল নয়—যে সংসারের বৌ লাগানি ভাঙ্গানি হয়—সে সংসার শীঘ্রই উচ্ছন্ন যায়।

চয়ন। বৌ যেমনই হোক না, সে মেয়েমানুষ, আহাম্মক বোকা! তা বলে পুরুষ মানুষের একটু আক্কেল থাকা উচিত! একটুও কি ঘটে বুদ্ধি শুদ্ধি থাকবে না! স্ত্রী যা বলবে তাই শুন্তে হবে?

নয়ন। যে যথার্থ মানুষ হয়, সে কি আর স্ত্রীর কথায় কাণ দেয় ভাই! তবে সংসারে certain lectureটা, বড় ভয়ানক।

চয়ন। ঝাঁ্যটা মারি অমন বৌয়ের মাথায়, দাদা! চলে স্নান করা যাক, বেলা হল।

নয়ন। তুমি স্নান করে খেয়ে দেয়ে নাও—আমি একটু দেরী করে যাব মনে কচ্ছি! সকাল থেকে আজ পেটটা ভার ভার রয়েছে—

চয়ন। আমি একলা খাব? বাঃ বেড়ে মজার কথা তো বল্লে? তা হোক্‌না—একটু বেলা হোক্ না—আমারও তেমন খিদে পায়নি!—এক সঙ্গে দুভায়ে না খেতে বস্‌লে—তোমারও খাওয়া হয় না—আমারও খাওয়া হয় না!

নয়ন। আচ্ছা—তবে আয় একটু দাবা বড়ে খেলি—

(খগেন, নগেন, সিদ্ধেশ্বর ও গৌরমোহনের প্রবেশ)

সিদ্ধে। বড় কর্ত্তা, মুখোমুখী ঝগড়ার দরকার কি? আদালত রয়েছে, আমি এমন এ্যাটর্ণী রয়েছি—মকদ্দমা কর—সব নিষ্পত্তি হয়ে যাবে—

গৌর। হয়ে যাবে—ছোট কর্ত্তা! চল এখুনি Partition Suit file করে দিই।

নগেন। কর্ত্তেইতো হবে! ওকে অম্‌নি ছাড়ব, ছোট ভাইকে ঠকানো?

খগেন। আমিও কি ছাড়ব? বড় ভাইকে অপমান? আচ্ছা দেখে নেবো।

নয়ন ও চয়ন। কি—কি— ব্যাপার কি?

খগেন। ব্যাপার কি বল্‌ছি! তোমাদের একবার না জানিয়ে কি আমি কিছু কর্ব্ব?

গৌর। এর আর জানাজানি কি? সোজা পথ, আদালত—

সিদ্ধে। বাজে সময় নষ্ট করে কি হবে? এখুনি আজই মাম্‌লা লাগিয়ে দেওয়া যাক্—

খগেন। আমি তো এখুনি প্রস্তুত!

নগেন। আমিও কি অপ্রস্তুত নাকি?

নয়ন। বলি—আমার বৈঠকখানায় এসে রামরাবণের যুদ্ধ লাগিয়ে দিলে কেন? ব্যাপারটা কি আমাকে বল—

খগেন। বলছি দাদা! এমন গুণধর ভাই হয়েছে যে আমার তো বাড়ীতে টেঁকা দায়! বাবা মরবার পর থেকে আমার সঙ্গে এমনি ব্যবহার আরম্ভ করেছে, তা আর কহতব্য নয়! ভাল ভাল কাপড় চোপড় জিনিষ পত্তর সমস্তই নিজে নেবে! আমাকে তার একটাও দেবে না! ভাল ঘরটা পর্য্যন্ত দখল করেছে, ভাল লেপ বিছানা সমস্তই জোর করে নিজে ভোগ কচ্ছে! একটা ভাল মাছ এল—তার মুড়োটা পর্য্যন্ত আজ দেখি নিজে পাতে করে নিয়ে খাচ্ছে—

নগেন। আর তুমি? তুমি বড় সাধু না? সিন্দুকের নগদ টাকা—গয়না গাঁটী যা ছিল—সব গাঁড়া দাওনি? সংসারে তুমি যা বাবুয়ানি করে থাক—আমি তার সিকির সিকি করি?—তুমি চোর, জোচ্চোর, ঠগ্, দাগাবাজ—

খগেন। তুই পাজী—নচ্ছার, গাধা—ইষ্টুপিট—রাস্কেল—

গৌর। আবার মুখের ঝগড়া? এ রকম ঝগড়া তো কতবার করেছ—আবার এক ঘণ্টায় মিটিয়ে নিয়েছ—এবার একবার পাকাপাকী করে নাও না—

সিদ্ধে। সেইতো বেশ কথা! "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই"—এতো এর সস্ত থায়া! এতো বেদের কথা! একেবারে জন্মের মতন ঝগড়া ঝাঁটী মিটিয়ে ফেল না! যে যার চুল চিরে ভাগ করে নাও—আমি মাঝখানে থেকে সব করে ক'র্ম্মে দিচ্ছি—

নয়ন। খগেন, নগেন! তোমাদের ঘাড়ে আলক্ষী নিতান্তই দেখছি ভর করেছেন! এইবার সর্ব্বস্বান্ত হয়ে, দুই ভাই পথের ভিখারী হবার মতলব করেছ—বটে! এত করে দু ভাইকে সে দিন বুঝিয়ে ঝগড়া মিটমাট করে দিলুম—আবার সুরু করেছ—

খগেন। আমার দোষ? ছোট ভাই আমাকে সকল রকমে ঠকাচ্ছে—আর আমি চুপ করে থাকব?

নগেন। আমার দোষ? বড় ভাই—এমন জোচ্চুরি, দাগাবাজী কচ্ছে—আমি চুপ করে সইব?

চয়ন। তুমি ছোট ভাই না, তুমি সয়তান? বড় ভাই—বাপের মতন—তাকে অকথ্য গালাগালি ক'র্ত্তে তোমার বাক্‌রোধ হ'ল না? তোমার মতন ছোট ভাইয়ের মুখ দর্শন কল্লেও পাপ হয়!

নয়ন। চুপ্ কর চয়ন! ছোট ভাই—অজ্ঞান—ছেলে মানুষ আবদার করে বড় ভাইকে না হয় দুটো কড়া কথা বলেছে! বড় ভাইয়ের কি তা সহ্য করা উচিৎ নয়? বড় গাছেই ঝড় লাগে। খগেন! তোমার কি আক্কেল বল দিকি? যে ছোট ভাই নিজের সন্তান সমান, যাকে মুখের খাবার খাওয়াতে হয়—যাকে বুকে করে রাখ্‌তে হয়—সেই ছোট ভাই—পাতে মাছের মুড়ো নিয়ে খাচ্ছে—তাই দেখে তুমি রাগ করেছ? তুমি নিজের পাতের সমস্ত ভাল জিনিষ তাকে নিজে যত্ন করে না খাইয়ে—তার ভাল খাওয়া পরা দেখে রাগ কচ্ছ? ছি ছি খগেন! তুমি কি? কি দিয়ে ভগবান তোমার প্রাণকে সৃষ্টি করেছেন, তা তিনিই জানেন?

সিদ্ধে। তা এযে আপনার অন্যায় কথা মশাই! ছোট ভাই বলে কি কেউ নিজের বখরা ছেড়ে দেয়?

গৌর। আইন ও সব ভাই ভাদ্রবৌ মানবে কেন? বড় ভাই বলে সর্ব্বস্ব ওঁকে দিয়ে নিজে পথের ভিখিরি হোক্ আর কি?

নয়ন। না!—যখন এ্যাটর্ণী আপনারা জুটেছেন, যখন আদালত বর্ত্তমান আছে—তখন ভাইকে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হবে না—আপনাদেরই মধ্যে সর্ব্বস্ব ধরে দিয়ে দুজনেই পথের ভিখিরি হয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি কর্ব্বে!

চয়ন। দাদা! ওসব বাইরের ঝগড়া আমাদের ঘরে আস্‌বার দরকার কি? তুমি এ দিকে চলে এস—দাবা দেখি! "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা!" যখন দুই উপুসী ছারপোকা এ্যাটর্ণী মহোদয় দুই ভাইয়ের কাঁধে চেপেছেন—তখন ওঁদের ভগবান এসেও বোঝাতে পার্ব্বে না! ঐ জন্তে লোকে বলে—"যার বাড়ীর পাশে এ্যাটর্ণী বাস করে, তার ভিটেতে ঘুঘু চরে!"

সিদ্ধে। আপনি অযথা আমাদের উপর রাগ কচ্ছেন? দেখুন এ্যাটর্ণী না থাকলে বিষয়ী লোকদের কি দুর্দ্দশা হ'ত। কত লোক ফাঁকিতে পোড়তো? কত লোকের বিষয় আশায় বাজেয়াপ্ত হয়ে যেতো! আজ আপনাদের যদি দু ভায়ের মনান্তর হয়—

নয়ন। ক্ষমা করুন মশাই—ও প্রার্থনা আর ক'র্ব্বেন না—দয়া করে এ বাড়ীছাড়ুন—আপনার শিকার আপনারা মুখে করে নিয়ে ভাগাড়ে বোসে আহার করুন গে!

গৌর। তাই চল—তাই চল—ছোট কর্ত্তা! আমি সেই অবধি বল্‌ছি—এ সব মিছে কাজে বাজে সময় নষ্ট কোরো না—

নগেন। তাই চলুন—তাই চলুন—

সিদ্ধে। বড় কর্ত্তা—এইখান থেকেই অমনি সটান আমার অফিসে—কি বলেন—

খগেন। তার আর কথা আছে?

নয়ন। তাহ'লে তোমাদের দুভায়ের ঝগড়া মিটবে না?

খগেন। আমরা মিটালে কোন ফল হবে না তো? আমার স্ত্রী বলেছে,—"আর এক ঘরে থাকলে আমি গলায় দড়ী দেবো"—

নগেন। আমার মাগ বলেছে—"আর এক বাড়ীতে থাকলে আমাকে divorce কর্ব্বে—"

চয়ন। তা অনেকক্ষণ বুঝিছি! সেই বুঝেইতো বল্‌ছি—যাও

আপনার আপনার পথ দেখগে—দাদা! চলে এস—আঃ—তবু দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ? ওদের বাতাস গায়ে লাগলেও মহাপাতক—

গৌর। (স্বঃ) এ দুটো খুব শাঁসালো মক্কেল! একবার হাতে আসে ত কিছু কামিয়ে নিই—

সিদ্ধে। (স্বঃ) যদি এ ভিটের ভর কর্ত্তে পারি—তো একটা মাম্‌লাতেই কেঁপে উঠি—

খগেন। আমি আর কারুর কথা শুন্‌ব না—অজই বিষয় ভাগ করা চাই—

নগেন। আমিও সহজে রেয়াৎ দিচ্ছি না—পাই কড়া ক্রান্তি বুঝিয়ে দেওয়া চাই—

(নয়ন, চয়ন ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

নয়ন। ছি—ছি—দু ভাইয়ের কি দুর্ব্বুদ্ধিই ঘটলো?

চয়ন। চুলোয় যাক্‌ দাদা! ওরা স্ত্রীকে যখন নিজের নিজের গুরু মনে করে—তখন ওদের সর্ব্বনাশ তো হবেই—

(খাঁদি ঝি ও নফ্‌রা চাকরের প্রবেশ)

খাঁদি। বড়্‌ দাদাবাবু—ছোট্‌ দাদাবাবু!

নফ্‌রা। বড় বাবু—ছোট বাবু—

খাঁদি। আরে মর্‌—চুপ্‌ কর না—

নফ্‌রা। আরে মর্‌—কথার ওপোর কথা কোস্‌ কেনে?

নয়ন। কি রে?

নফ্‌রা। এজ্ঞে—ভাত হয়েছেন—

খাঁদি। বেলা হ'ল—বৌঠাক্‌রুণ্‌রা চান্‌ কর্ত্তে বল্লেন।

নফ্‌রা। মর্‌ মাগী—ও কথা গুলো কি আমি ব'ল্‌তে পার্ত্তু ম না?

খাঁদি। মর্‌ মিন্‌সে—না হয় আমিই বল্লুম—

চয়ন। এই—আবার দুজনে ঝগড়া সুরু কল্লি? তোদের জ্বালায় আমরা অস্থির হ'য়ে পড়িছি বাপু!

নয়ন। চল বেলা হ'ল—আহারাদি করা যাক্—ওরে নফ্‌রা তেল টেল্ এনিছিস্—

খাঁদি। হ্যাঁ—আমি এনে রেখেছি।

(নয়ন ও চয়নের প্রস্থান)

নফ্‌রা। তুই মাগী—যে আগে থাকৃতে তেল এনে রাখলি?

খাঁদি। বেশ করিছি—রেখেছি!

নফ্‌রা। মেয়েমানুষ—বাইরের কাজ কল্লিস্ কেন বলৃত?

খাঁদি। তুই পুরুষমানুষ বাড়ীর ভেতরের কাজ করিস্ কেন বল্‌ত?

নফ্‌রা। আমার কাজে যদি ফের হাত দিবি—কিলিয়ে তোর খ্যাঁদা নাক একেবারে বোঁচা কোরে দেবো।

খাঁদি। তুই যদি অন্দরের একটা কুটো নাড়িস, এক চাপড়ে তোর থোব্‌না ভেঙ্গে দোবো—

নফ্‌রা। বেটী যেন দারোগা সাহেব!—বাবুদের একটা কাজ কর্ত্তে যাব—বেটী কোথা থেকে এসে আমাকে ঠেলে তাড়াতাড়ী ওপোর চড়াও হয়ে সে কাজ করে মনিবদের "সো" হ'তে যাবে—

খাঁদি। ব্যাটা যেন বড়াই-বুড়ী! মা ঠাক্‌রুনরা আমাকে একটা কাজ করতে বল্লে—ব্যাটা শকুনীর মতন উড়ে এসে তাড়াতাড়ী ঝড়ের আগে সেই কাজটা সেরে গিন্নি ঠাক্‌রুনদের মন রাখ্‌তে যায়—

নফ্‌রা। বেশ্ করুব—আমার মনিবের কাজ—

খাঁদি। আমি বেশ করুব—আমারও কি মনিব নয়?

নফ্‌রা। কোথা থেকে এ বেটী শনি জুটলেন গা—

খাঁদি। কোথা থেকে এ বেটা সয়তান এলো গা—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কমলা, অমলা (বড় বৌ এবং ছোট বৌ) ও গঙ্গারামের মাতা।

কমলা। হ্যাঁ কর্ত্তামা, তোমার কি এখনে কষ্ট হ'চ্ছে গা?

গ মা। কষ্ট হবে কেন মা? লক্ষ্মী সরস্বতী তোমরা, তোমাদের কাছে থাক্‌তে কারও কি কষ্ট হয়? আমি কষ্টের কথা তো কিছু বলিনি মা—

কমলা। তবে আবার বাড়ী যেতে চাচ্ছ কেন? আমরা কি তোমার পর?

অমলা। আর বাড়ী যাবেন কোথায়? ওঁর বেটা যে বৌ নিয়ে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে ভর করেছেন—আজ সকালে ঠাকুর্দ্দা এসে ওঁদের ব'লে গেছেন—তা শোননি?

কমলা। সে কথা তো আমিও বল্লুম—উনি বিশ্বাস করেন না! ছি—ছি—অমন বৌ বেটায় কি মুখ দেখ্‌তে আছে?

গ-মা। কি কর্ব্ব মা—হাজার হোক্ পেটের ছেলে তো! তা থাকুক—থাকুক্—গঙ্গারাম আমার যেখানে গিয়ে সুখ থাকে থাকুক্! আমার আর কটা দিন—

কমলা। তবে আবার দুঃখ ক'চ্ছ কেন?

অমলা। ও-দিদি—ওঁর এখনও দেখছি বৌ, ব্যাটার ওপোর টান আছে—

কমলা। থাক্‌লেও আমরা তোমাকে আর যেতে দেবো না। তোমাকে কাশী পাঠিয়ে দেবো, তুমি যে কটা দিন আর বাঁচ—সেই কটা দিন—তীর্থ ধর্ম্ম কর্ব্বে আর মনের সুখে থাক্‌বে—

গ-মা। মনের সুখ হবে মলে! যাক্ অদৃষ্টে যা আছে হবে, আমি ভেবেই বা কি কর্ব্ব! একবার গঙ্গারাম যদি মাঝে মাঝে এসে "মা"

বলে ডেকেও যায়, তাহ'লেই আমার যথেষ্ট—আমি আর কিছু সুখ চাই না—

কমলা। যাও—এখন—পূজো আহ্নিক সেরে নাও, ঢের বেলা হ'য়েছে—

গ-মা। এই যাই মা—[গ-মার প্রস্থান।

অমলা। বুড়ী ছেলে ছেলে করেই প্রাণটা বার কর্ব্বে!

কমলা। ওকি ছেলে? ওতো রাক্ষস! বৌয়ের কথা শুনে মাকে বাড়ী থেকে বের করে দিলে? ছি—ছি—ছি!

(বামুনদিদির প্রবেশ)

বাঃ। কিলো—কাকে ছি-ছি কচ্ছিস্ ভাই?

কমলা। এস—বামুনদিদি! এমন সময় যে?

বাঃ। আমার আবার সময় অসময় কি? আমি হলুম তোমাদের প্রেমের নাগর, কাজকর্ম্ম কর্ত্তে কর্ত্তে মাঝে মাঝে তোমাদের ও মুখখানি না দেখে কি থাকৃতে পারি? তার ওপরে আজ একটু সকাল সকাল কাজ কর্ম্ম চুকলো—তাই অমনি ছুটে এলুম! তোদের কি এখনও খাওয়া দাওয়া হয়নি?

অমলা। আমাদের হোক্ না হোক্—তোমার তো পেট ঠাণ্ডা হয়েছে?

বাঃ। ওলো ছোট্‌কী—পেট ঠাণ্ডা না থাকলে কি প্রেম করে সুখ হয়? ছনিয়ার যা কিছু বল, সবার আগে পেট! পেটের জ্বালা—বড় জ্বালা! চ' তোদের পেট ঠাণ্ডা করে দিই—

কমলা। তাড়াতাড়ী কেন? তোমার নাতিদের এই খাওয়া হ'ল, আমরা একটু বাদে, কর্ত্তামার পূজো হ'লে—এক সঙ্গে খেতে বোস্‌বো এখন!

বাঃ। ভাল কথা! এইমাত্র গঙ্গারাম দাদাকে দেখ্‌লুম ছিষ্টি-

সংসার নিয়ে মাগ ঘাড়ে ক'রে শ্বশুর বাড়ী চ'ল্ল! ওঃ বৌটা কি নজ্জাল? আমি কাল ওদের বাড়ী গিছিলুম! বেটীর যে লম্বা লম্বা কথা? আমার কাছে শাশুড়ীর তো শতেক ব্যাখ্যানা করে? আর গঙ্গারাম তো ভ্যাবা গঙ্গারাম—ছুঁড়ী মাগ পেয়েতো একেবারে উন্মত্ত হ'য়ে পড়েছে।

কমলা। এমন পুরুষও জন্মায় বামুনদিদি? মাগের কথায় একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়?

বাঃ। পুরুষ মানুষ সবই সমান! মাগের ভেড়ো সবাই! তবে কেউ বেশী—কেউ কম! ঐযে একটা গান আছে শুনিস্‌নি—

অমলা। কি—কি—শুনিনা ঠান্‌দিদি—একবার চুপি চুপি গাওনা।

গীত।

বা দি। কলের পুতুল মিন্‌সে যত মাগীদের হাতে।
তাদের যেমন নাচায় তেমনি নাচে (যেন) বাঁধা তারেতে॥
ওলো তোম্‌রা তোমরা দেখিস্ যত পেট মোটা বাবু,
চোখ্ রাঙ্গানি দেখলে মাগের ভয়েতেই কাবু;
শুধু বার মহলে হাঁক ডাকেতে পারেন পসার জমাতে॥
একটু কসুর দেখলে লো সই করে যদি মান,
অম্‌নি চুটকী পরা পায়ে গিয়ে গড়াগড়ী খান।
ওলো চোদ্দভুবন দেখেন রেতে ঠাঁই না দিলে শেষেতে॥
(বাবুর) বাপ মা ভাই নয়কো নিজের সবাই হয় গো পর,
খেতে পোর্ত্তে দিতে তাদের গায়ে আসে জর,
অষ্টপ্রহর ব্যস্ত মাগের সোণার অঙ্গ সাজাতে॥
নামেই শুধু পুরুষ মানুষ ম্যাড়ার অধম কাজে,
শিং নেড়ে সব জারিজুরি জেনো তাদের বাজে,
ওলো গুণের কথা কইব কত মরি নিজেই লাজেতে॥

কমলা। হাঁ! বামুনদিদির যেমন এক কথা! সংসারে সকল পুরুষ মানুষই কি সমান?

বাঃ। সব—সব! ঠগ্ বাছতে গাঁ উজোড়! তোমরা ভাবছ তোমাদের বরেরা ছুটী গো বেচারী—বড় ভাল লোক! ভায়ে ভায়ে যেন কলির রামলক্ষণ! তা নয় লো—তা নয়! ঐ বেরাল আবার বনে গেলেই বনবেরাল হয়—তা জানিস্!

কমলা। আচ্ছা ভাই বামুন দিদি! তুমি আমাদের রাম লক্ষণকে কেন অমন ঠাওরাচ্ছ বল দিকি? ওদের ছুভায়ের কখনো কোন ঝগড়াঝাঁটি দেখেছ?

বাঃ। ওদের দুভায়ের এত ভালবাসা, ভাবসাব কেন জানিস্? এই তোদের দু বোনের এত গলায় গলায় ভাব—এমন মার পেটের বোনের চেয়েও বেশী ভালবাসাবাসি আছে বলে! নইলে ঈশ্বর না করুন—একবার যদি তোমাদের দুটাতে একটু কোন রকম রেষারেষি হয়—তার পরই দেখ্‌বে, দুই ভায়ের প্রেমে অমনি বুনো মহিষের যুদ্ধ বেঁধে গেছে!

অমলা। তুমি তা'হলে ওদের দু ভায়ের মেজাজ জান না,—তাই ও কথা ভাব্‌ছ!

বাঃ। কখনো পরক্ করে দেখেছিস?

অমলা। পরক্ আবার কি কর্ব্ব?

বাঃ। আচ্ছা—আমি যদি পরক্ করিয়ে দিতে পারি? তাহ'লে কি হায়ুবি বল্!

কমল। তুমি কি চাও বল?

বাঃ। আমার ছোট নাতিকে তুই একটা পশমের কম্‌ফটার বুনে দিবি, তুই একটা টুপি বুনে দিবি বল্?

উভয়ে। দোবো! আর যদি না পার—তাহ'লে—

বাঃ। আমি তোদের বাড়ী থেকে কাণমলা খেতে খেতে—আমাদের বাড়ী সাতবার যাব আসব।

কমলা। আচ্ছা, কি করে পরক্ কর্বো বল!

বাঃ। আমি আজ যেমন যেমন শিখিয়ে দেবো, বরের কাছে রাত্তিরে সেই রকম ব'লবি বল—

কমলা। কি রকম?

বাঃ। আচ্ছা—খাওয়া দাওয়ার পর বেশ করে শিখিয়ে দোবো এখন, একবার মুখে বল্লেই কি শিখ্তে পারবি—একটু অভ্যাস কর্ত্তে হবে—

অমলা। না ভাই আমি পার্ব্ব না—

কমলা। না লো ছোট বৌ—একটু মজা দেখাই যাক্ না—তোতে আমাতে প্রাণে প্রাণে ঠিক থাক্লেই হ'ল। মাঝে থেকে একটু পরক্ ক'রে নেবো এখন!

(ঝি ও নফ্রার প্রবেশ)

ঝি। বৌমা—

নফরা। বৌঠাক্রুণ—

সকলে। কিরে—কি?

ঝি। ঐ ব্যাটাকে এখুনি বিদেয় কর তোম্রা—

নফ্রা। ঐ বেটীকে এখুনি জবাব দিন্ তোমরা—

বাঃ। কিরে হতভাগা হতভাগী! অমনি দৌড়ে দৌড়ে এলি কেন?

ঝি। এই যে বামুনদিদি আছ—

নফ্রা। এই যে ঠাক্রুণ দিদি এয়েছেন—

বাঃ। আ মর্—এ দুটো কি পাগল নাকি?

কমলা। কি হ'য়েছে আবার!

ঝি। এ ব্যাটা আমাকে আর এখানে থাকতে দেবে না!

নফর্। এ বেটীও আমাকে দেশ-ছাড়া কর্‌বে—

বাঃ। চল্—নাতবৌ তোরা খাবি চল্—

ঝি। খেয়ো এখন—কথাটা শোনো এগিয়ে—

কমলা। কি বলনা—কেবল গণ্ডগোলইতো কচ্ছিস্—

ঝি। বল্‌ছি মা—বল্‌ছি! এই একজন ফুলকপিওলা আমাদের বাড়ীতে ফুলকপি বেচতে এসেছিল—

নফর্। এসে আমাকে বল্লে—"ভাল ফুলকপি আছে—মা ঠাক্‌রুণরা নেবে কি না জিজ্ঞাসা কর—"

ঝি। আমি বল্লুম—"দাও বাড়ীর ভেতর দেখিয়ে আনি—

নফর্। তাড়াতাড়ী আমি একটা নিয়ে দেখাতে আস্‌ছি—

ঝি। আমি সেটা আগেই নিয়েছিলুম।

বাঃ। তারপর—তারপর—

নফর্। তারপর—মাগী সেই ফুলকপি ধরে টান্‌তে লাগল—

ঝি। আমি আগে নিয়েছি, আমি ছাড়ব কেন?

কমলা। তোরা দুজনে দুটো নিয়ে এলিনি কেন?

নফর্। আরে সেইটে যে বেছে বেছে ফুলকপিওয়ালা দিলে—

ঝি। ও মিন্‌সে যত টানে—আমিও তত টানি—

নফর্। আবার তার সঙ্গে ফুলকপিওয়ালাও তত টানে—

বাঃ। তারপর শেষটা কি দাঁড়াল—বল্‌না?

নফর্। তারপর এইরকম তিন দিক থেকে একটা ফুলকপি নয়ে টানা টানি হ'তে হ'তে—

ঝি। ফড়াৎ করে সেটা তিন খানা হয়ে ছিঁড়ে গেল—

কমলা। ও মা—কি সর্ব্বনাশ—

নফ্‌রা। যেমন ছেঁড়া অমনি তিন দিকে তিন জনে ধপাৎ করে চিৎ হ'য়ে পড়া—

ঝি। আমার কমরটা একে বারে ভেঙ্গে গেছে মা।

নফ্‌রা। আমার হাতটা একেবারে জকম্‌ হয়ে গেছে—

বা দি। ফুলকপিওয়ালা কিছু বল্লেনা?

ঝি। বলবে কি! সে উঠে তাড়াতাড়ি মোট নেয়ে—দৌড়—

কমলা। তার দোকানে তাকে দাম দেওয়া হলনা—

ন। সে কি এই রকম টানাটানি দেখে আর দাঁড়ায় যে দাম নেবে—

বা দি—নাত বৌ! এ দুটো বেরালকে নিয়ে তো তোমাদের বড় জ্বালা গা—

কমলা। খাঁদি তুই যা, আপনার কাজ করগে যা, এস বামুনদিদি

[বামুনদিদি, কমলা এবং অমলার প্রস্থান।

নফ্‌রা। তোকে এ বাড়ী থেকে তাড়াব তবে আমার নাম নফর চাঁদ মোড়ল—

ঝি। তোকে এখান থেকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় কর্ব্ব—তবে আমি ভূষীগয়লানীর মেয়ে খাঁ-দি!

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গঙ্গারামের শ্বশুরবাড়ীর সম্মুখ।

(মত্তাবস্থায় নদেরচাঁদের প্রবেশ)

ন। সংসার ধর্ম্ম সব ভাসিয়ে দিয়ে—বাবা ব্যাটা এসে শ্বশুরবাড়ী হাঁড়ি কাড়লে? আমার মতন ছেলেকে ভাসালে বাবা—তা ভাসাক! বাবা মাকে কি ব'লে বিদেয় করে এলি? হা—তোর বাবার নিকুচি

করেছে! এই বাড়ীটা না? ডাকি একবার—(উচ্চৈস্বরে) বাবা—আছ! বাবা খশুরবাড়ী আছ কি? কৈ বাবা—সন্ধ্যের সময়—সব ঘুমুলো নাকি? উহু—রাত্তির হয়ে গেছে—ফের ডাকি—(উচ্চৈস্বরে) বাবা—বাড়ী আছ?

(হীরালাল ও বিহারীলালের প্রবেশ।)

হীরালাল। কে হে—এত রাত্তিরে বাড়ীর দরজায় চেঁচাচ্ছ?

বিহারীলাল। বাবা—বাবা করে কাকে ডাকৃছ হে?

ন। বাবা বাবা করে বাবাকেই ডাকৃছি বাবা! পিসেমশাইকে বাবা বলে ডাকে কি বাবা?

হী। মাতাল নাকি?

ন। তুমি কি বেরাল নাকি?

বি। কেন?

ন। নইলে অন্ধকারে মাতাল বলে ঠাওরালে কি করে?

হী। কে তুমি?

ন। তোমাদের বৈমাত্র ভাই!

বি। কি রকম?

ন। গঙ্গারাম মিত্র তোমাদের বোনাই—আর তিনি আমার যখন বাবা—তখন তোমরা আমার বৈমাত্র ভাই হলে না?

হী। তুমি কি মিত্রিজার ছেলে নদের চাঁদ নাকি?

ন। হ্যাঁ—মা যখন বেঁচেছিলেন—তখন "নদের চাঁদ" ছিলুম বটে, এখন গর্ভধারিণী বিহনে জোনাকী পোকা হয়ে রয়েছি!

হী। তা এখানে এত রাত্তিরে কি কর্ত্তে এসেছ?

ন। তত্বতালাস কর্ত্তে পারিনা—রাত দুপুরে বৈমাত্র ভায়েদের একবার খবরটা নিতে এসেছি—

বি। কি মাতলামো ক'চ্ছ! তোমার বাবা আমাদের বোনাই যদি হ'ল, তুমি আমাদের ভাই হবে কি করে?

ন। আমার ঐ বুড়ো বাবা তোমাদের মতন কচি খোকাদের কি বোনাই হতে পারে মাণিক? "বয়সে বড় বোনাই বাবার ধাক্কা" —এতো কবির কথা।

বি। দাদা—চলে এস—ব্যাটা মাতালের সঙ্গে হাঙ্গামা করে কাজ নেই!—

(গঙ্গারামের রাব্ড়ীর ভাঁড় হস্তে প্রবেশ।)

গ। কি হে ভায়ারা—এত রাত্তিরে বাইরে দাঁড়িয়ে যে?

বি। তুমি এত রাত্তিরে কোথায় গিছ্লে বোনাই বাবু?

গ। এই—এই—তোমার ভগ্নী—আহা—ছেলে মানুষ—রাবড়ী খেতে চাইলো—তাই একবার চট্ করে নতুন বাজার গিয়েছিলুম! ও কে দাঁড়িয়ে—

ন। তোমার সতাতো বাবা দাঁড়িয়ে!

গ। এ্যা—কে—কে! এ ব্যাটা এখানে কে?

হী। তোমার গুণধর ছেলে—চিন্তে পাচ্ছনা বোনাই বাবু!

গ। বটে—বটে? এখানেও ধাওয়া করেছিস্ ব্যাটা নচ্ছার—

ন। নচ্ছার কে বেশী বাবা—আমি—না তুমি? রাতদুপুরে এই শীতে বিছানা ছেড়ে—বুড়ো মানুষ—মাগের জন্যে রাবড়ী কিন্তে নতুনবাজারে ছোটো—নচ্ছার তুমি—না আমি? মেয়ের বয়সী একটা পুঁটকে মাগের কথায় বুড়ো মাকে না খেতে দিয়ে রাস্তায় বসিয়ে—তেজপক্ষের শালা সম্বন্ধীদের পিতার স্থান অধিকার করে বসেছ—নচ্ছার তোমার চেয়ে আর কেউ আছে পিতৃদেব?

গ। বেরো ব্যাটা—পাজী মাতাল—আমাকে এখানে লেক্‌চার দিতে এসেছে—এখুনি পাহারাওয়ালা ডেকে ধরিয়ে দোবো—

ন। তা যাওনা বাবা!—বাপ হয়ে বিয়ে যা দিলেনা—কাজেই পুলীশই আমার শ্বশুরবাড়ী করে নিইছি! না হয় দুটো রুলের গোঁত্তা দেবে—আবার বাঁড়ুয্যে খুড়ো টের পেলেই ছুটে এসে খালাস করে নিয়ে যাবে! কিন্তু তোমায় যখন পাহারাওয়ালার বাবার বাবা ধ'রে—শেষ মহা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির ক'র্বে—সেখানেতো দুটো রুলের গোঁত্তা দিয়ে তোমায় ছাড়বেনা বাবামণি! সেখান থেকে কোন্ বাবা তোমায় গিয়ে রক্ষে কর্বে বাবা—

গ। চলে এস—চলে এস ভায়ারা—রাত্তিরে হিমে দাঁড়িয়ে কাজ নেই! ও ব্যাটা কুলাঙ্গার—ঐ জন্যেইতো ব্যাটার মুখদর্শন করিনে—চলে এস—চলে এস—

হী। ঠিক—বোনাই বাবু! ভাল এক মাতালের পাল্লায় পড়া গেছে বাবা—

গ। যাক্—যাক্—একথা কাউকে বোলোনা—ছেলেমানুষ ভয় পাবে—

ন চা। আহা—বাবার আমার অপত্যস্নেহটা দেখেছ—যাও—বাবা—মাঠাকুরুণকে রাব্‌ড়ী খাওয়াগে—বাছার গলা শুকিয়ে কাঠ মেরে গেল—

গ। চুপ কর্ বেটা—

ন চা। চুপ্ কেন বাবা—আমি এই চুপ্ করে চলে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

হী। বোনাই বাবু! আমাকে একটু রাব্‌ড়ী দিও—

গ। দোবো ভাই—দোবো—এস—এস— [সকলের প্রস্থান।

 (ক্রমশঃ)

221

নাট্যানন্দের পত্র।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত "নাট্যমন্দির" সম্পাদক

মহাশয় সমীপে

সবিনয় নিবেদন,—

আমার নাম—শ্রীমান নাট্যানন্দ শর্ম্মা। আমার এই অপূর্ব্ব নামকরণের একটু ইতিহাস আছে; সে ইতিহাসটুকু অগ্রেই প্রকাশ করিতেছি। বঙ্গীয় নাট্যশালার সহিত আমি সংসৃষ্ট না হইলেও, তাহার গঠনযুগ হইতেই প্রায় আমি তাহার সহিত পরিচিত; সে বড় অল্প দিনের কথা নহে; যে দিন (১২৮১ সালের ৪ঠা আশ্বিন, ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ ১৯শে ডিসেম্বর শনিবার) ভূতপূর্ব্ব "গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে" প্রথম গীতিনাট্য "সতী কি কলঙ্কিনী"র অভিনয় হয়। সেদিন আমি একজন বিশিষ্ট দর্শকরূপে অভিনয় দর্শনার্থ আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত নানা নামের যে সকল নাট্যশালার উত্থান ও পতন হইয়াছে, যে সকল গ্রন্থের অভিনয় হইয়াছে, যে সকল নাট্যকার, অভিনেতা ও অভিনেত্রী আমার নেত্র-পথবর্ত্তী হইয়াছে—তাঁহাদের সকলেরই সহিত আমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিচিত; সেই ১২৮১ সালের আশ্বিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ ১৩১৮ সালের পৌষ পর্য্যন্ত প্রায় সাঁয়ত্রিশ বৎসর কালের বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস আমার নখদর্পণে রহিয়াছে; সেই অবধি কত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নাট্যজীবন আমার সম্মুখে আরম্ভ ও শেষ হইয়াছে, তাহার কত বর্ণনা করিব? ইঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রতিভাগুণে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, যশঃলাভ করিয়াছেন,

সমাদরলাভ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের কলকৌশল বিকাশ করিয়া বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নিজ নিজ জীবন-নাটকের শেষ অভিনয়টুকু শেষ করিয়া, মরণের যবনিকা ফেলিয়া দিয়া, চিরকালের মত সংসার-নাট্যশালা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, আরও কয়েকজন প্রতিভাশালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী এখনও লৌকিক নাট্যশালার বহু নাটকের বহু ভূমিকা লইয়া বহু প্রশংসা লাভ করিতে করিতে, জীবন-নাটকের বহুদৃশ্য সগৌরবে অভিনয় করিয়া দর্শকের প্রশংসা ও আদরের আলোকে যশোমন্দিরের পথে দিব্য চলিয়া যাইতেছে!

আমি ঐশ্বর্য্যশালী, উচ্চপদস্থ, উপাধিধারী এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় হইয়াও পাঠ্যাবস্থা হইতে নট-নাটক-নাট্যশালার গুণানুরাগী, যৌবনকালে নাট্যামোদী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি মহাত্মাগণের আদর্শে অজস্র অর্থব্যয়ে অবৈতনিক নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বয়ং অভিনয় করিয়াছি এবং সেই অবধি, কলিকাতার যাবতীয় নাট্যশালা ও তৎসংসৃষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রী-গণকে সমাদর করিয়া থাকি, প্রায় প্রত্যেক অভিনয় রজনীতে কোনও না কোনও নাট্যশালার উপস্থিত থাকিয়া আগাগোড়া অভিনয় দর্শন করি এবং পরদিন বৈঠকখানায় সমাগত বন্ধুবান্ধবগণের সমক্ষে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বরজনীর অভিনয় সমালোচনা ব্যপারে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া থাকি। এই সকল অপরাধে আমি আমার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের নিকট সম্প্রতি নাট্যানন্দ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি! বন্ধুবান্ধবগণের প্রদত্ত এই মুখরোচক নামটি আমি অগ্রাহ্য না করিয়া অতঃপর এই নামেই আপনার নিকট আত্মপ্রকাশ করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়, যে জন্য আমি আজ আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি, এবার সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব। বঙ্গীয় নাট্যকলার সংস্কার-

কামনা আমার জীবনের অন্যতম ব্রত ; এই কামনার বশবর্ত্তী হইয়া আমি আপনার নিকট উপস্থিত। বলা বাহুল্য, আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেতা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার ও প্রসিদ্ধ "ষ্টার" থিয়েটারের অধ্যক্ষ বলিয়া আমি আপনার দ্বারস্থ নহি ; আপনি বঙ্গের রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় একমাত্র পত্রিকা "নাট্যমন্দিরের" সম্পাদক—সেই জন্যই আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

আপনার "নাট্যমন্দির" বঙ্গের রঙ্গালয় সমূহের মুখপত্র। দেশ-বিদেশের নাট্যশালাসমূহের ইতিহাস এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের জীবনবৃত্ত প্রকাশিত করাই নাট্যমন্দিরের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। যাহাতে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের সংস্কার সাধিত হয়, অভিনয়ের সমালোচনা হয়, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের ত্রুটি-সমূহ নির্দ্দেশ করিয়া দেখান হয়,—তাহারও ব্যবস্থা করা নাট্যমন্দিরের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত প্রতীচ্য-জগতের ছোট-বড় সকল সংবাদপত্রেই প্রতিদিনই স্থানীয় নাট্যশালাসমূহ সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক নাট্যশালার প্রত্যেক নূতন নাটকের অভিনয় সমালোচনা নিখুঁতভাবে বিশদরূপে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে, রঙ্গালয়সমূহের অভিনয় সমালোচনা করিবার জন্য ঐ সকল সংবাদ-পত্রের আফিসে নাট্য-কলা-কুশল বহুদর্শী সমালোচক নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারা উচ্চ বেতন প্রাপ্ত হন ; প্রতি রজনীতে অভিনয় দর্শন ও তাহার সমালোচনা করাই তাঁহাদের নির্দ্ধারিত কার্য্য। আমাদের দেশের রঙ্গালয়ে অভিনয়কালে দর্শকগণের সমক্ষে রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনেতার বা অভিনেত্রীর কোনও প্রকার গুরুতর ত্রুটি ঘটিলেও সে সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য হয় না, সমবেত দর্শকগণ ব্যতীত বাহিরের কোনও লোক উক্ত অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ত্রুটি সম্বন্ধে কোনও কথাই জানিতে পারেন না ; কিন্তু বিলাতে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতভাব।

গুরুতর ত্রুটি তো দূরের কথা, যদি অভিনয়কালে কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সামান্যমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহা হইলে পরদিন সংবাদ-পত্রসমূহে সেই অভিনেতা বা অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে অতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অভিনয়ে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাইলে তাহাদের প্রশংসায় সংবাদ-পত্রের স্তম্ভ পূর্ণ হইয়া যায়। ইহার ফলে বিলাতী রঙ্গালয়সমূহকে সদাসর্ব্বদা সংযতভাবে কার্য্য করিতে হয়—রঙ্গালয়ের প্রত্যেক অভি-নেতা ও অভিনেত্রীকে অতি সন্তর্পণে যত্নের সহিত কর্ত্তব্যপালন করিয়া যাইতে হয়।

ফলতঃ বিলাতী সংবাদপত্রসমূহের কশাঘাতে বিলাতী নাট্যশালা-সমূহ সংযত ও সংস্কৃত হইয়াছে, প্রতিনিয়ত সমালোচনা সম্মার্জ্জনী-প্রয়োগে তাহাদের আবিলতা বিদূরীত হইতেছে। কিন্তু বঙ্গীয় নাট্যশালা-সমূহের আবর্জ্জনা দূর করিবার কোনও উপায় নাই। এদেশের নাট্য-কলা "বেওয়ারিস লুচির ময়দায়" পরিণত হইয়াছে; অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ ইচ্ছামত ইহাকে ঠাসিতেছে,—আপত্তি করিবার কেহই নাই। বিলাতে সমালোচকের সম্মার্জ্জনী আছে, এদেশে সমালোচক নাই। এদেশের সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ সম্পাদকের কর্ত্তব্য—সম্পাদকের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া নাট্যকলা বিষয়টিকে সমাজের বা সাধারণের আলোচনার সামগ্রী করিয়া তুলিতে কোনই চেষ্টা পান না! বরং এদেশের ইংরাজী সংবাদপত্রসমূহে সময়ে সময়ে নাট্যশালা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলি এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। এক যা প্রাচীন "বঙ্গবাসী", সম্পাদকের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া কচিৎ অভিনয়-সমালোচনা করিয়া থাকেন।* কিন্তু

* বঙ্গবাসীর সমালোচনা পক্ষপাতশূন্য ও সঠিক। আমি জানি, বঙ্গবাসীর সম্পাদক বিহারী বাবু সঙ্গীতজ্ঞ ও অভিনয়ে অভিজ্ঞ। অনেক দিনের কথা—তাহার

বাঙ্গলার অন্যান্য অতিকায় সংবাদপত্রগুলি সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য—মামুলীপ্রথামত ইংরাজী কাগজের তরজমা ও ব্যক্তিগত কুৎসা রচনাতেই ব্যস্ত। অবশ্য "ফ্রী পাশ" পাইলে সদলবলে তাঁহারা রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে গিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অভিনয়-সমালোচনা যে তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত—এ কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। আর যদি একান্তই কৃপা হয়—রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের পীড়াপীড়ি পরিপাক করা যখন একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন তাঁহারা অগত্যা রঙ্গালয়ের কথা সংবাদপত্রের এক কোণে স্থান দান করিয়া রঙ্গালয়কে কৃতকৃতার্থ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, রঙ্গালয়ের কথা বলিতে এখানে অভিনয় বুঝায় না, তাঁহারা অভিনয় সমালোচনা কদাচ করেন না; করেন কি?—নাটকের একটু আলোচনা; দেখান কি?—নাট্যকারের ভাষা-দোষ, ব্যাকরণ-দোষ, অসংলগ্নতার দোষ ইত্যাদি প্রকার অশেষবিধ দোষ! কিন্তু অভিনয় কিরূপ দেখিলেন, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ কি ভাবে তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া গেল, পরিচ্ছদ ও দৃশ্যাবলী সাময়িক ও রুচিসঙ্গত হইয়াছিল কি না, যদি না হইয়া থাকে—কি ভাবে তাহার সংশোধন হইতে পারে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের আবৃত্তিতে যদি কোন ত্রুটি থাকে, কি প্রকারে আবৃত্তি করিলে তাহা শ্রুতিসুখকর ও ত্রুটিশূন্য হইবে,—এই সকল আবশ্যক তথ্য সম্বন্ধে একটী বর্ণও তাঁহাদের লেখনি হইতে নিঃসৃত হয় না। *

অভিনয় দেখিবার অবকাশও আমার ঘটিয়াছিল। কিন্তু এমন নাট্যকলাকুশল বঙ্গদর্শী সম্পাদক বিহারী বাবু বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রকৃতি ও গতি লক্ষ্য করিয়াও যে তুষ্টিভাব অবলম্বন করিয়া আছেন, ইহা বঙ্গের নাট্যশালার দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলিব?—লেখক।

* এইস্থলে নাট্যানন্দ মহাশয়ের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। তিনি সম্পাদক বেচারীদের স্কন্ধে এই গুরুতর দোষ চাপাইয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছেন।

কিন্তু বঙ্গীয় নাট্যশালার তীব্র সমালোচনা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; সেই জন্যই আমি বঙ্গের রঙ্গালয়সমূহের মুখপত্র "নাট্য-মন্দির"কেই এই আলোচনার যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করিয়াছি। তিন মাস পূর্ব্বে এক দিন রাত্রে আমি বিডন ষ্ট্রীটের কোনও রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম; সেই অভিনয় রজনীতে রঙ্গমঞ্চে উক্ত থিয়েটারের জনৈক অভিনেতার উদ্দামতা ও অসংযত ধৃষ্টতা আমার ও অন্যান্য সুধী দর্শকবৃন্দের নিকট অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়াছিল। পরদিনই আমি সেই অভিনেতার সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া আমার কোনও বিশিষ্ট বন্ধুর নাম দিয়া "নাট্য-মন্দিরে" প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছিলাম। আপনি তখন "গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটার" পরিচালনা করিতেছিলেন। আমার প্রেরিত মন্তব্য "নাট্যমন্দিরে" প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধও করিয়াছিলাম। তিন দিন পরে 'নাট্য-মন্দিরের সহকারী সম্পাদক শ্রীমান মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি পত্র আমার হস্তগত হইল। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম এইরূপ:—"আপনার তীব্র সমালোচনা আমরা পত্রস্থ করিতে পারিলাম না। কারণ, নাট্য-মন্দিরের সম্পাদক স্বতন্ত্র রঙ্গালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট; সুতরাং যদি তাঁহার সম্পাদিত পত্রে অপর রঙ্গালয়ের জনৈক প্রসিদ্ধ অভিনেতার উদ্দামতা ও অশিষ্টতা সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সাধারণের নিকট নিন্দাভাজন হইতে হইবে। বিশেষতঃ 'নাট্য-মন্দির' এ পর্য্যন্ত অভিনয় সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করে নাই; কাজেই সহসা একেবারে একজন

যাঁহারা নাট্য-কলার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অভিনয়ের দোষগুণ বিচার তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর কি? যাঁহাদের সম্মার্জ্জনী নিজেদের স্বার্থ-সংস্কারের জন্যই খরতরবেগে চলিতেছে, তাঁহাদের নিকট বঙ্গের নাট্যশালার আবিলতা বিদূরিত করিবার প্রত্যাশা করা দুরাশা নয় কি?—নাঃ সং

লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত করা এ অবস্থায় নাট্য-মন্দিরের পক্ষে সঙ্গত কি না আপনিই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।"

মণিলাল বাবুর পত্রখানি আমি অসার বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি নাই ; কয়েক দিন ধরিয়া ক্রমাগত সে সম্বন্ধে আমাকে চিন্তা করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ নাট্য-মন্দির সম্পাদন ব্যাপারে আপনার দায়িত্ব যে বড় সামান্য নয়, তাহা আমার বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। অথচ নাট্যশালার সমালোচনাও যে নাট্যমন্দিরের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, এবং সকল দিক রাখিয়া সমালোচনার যে একটা ব্যবস্থা করিতেই হইবে—এ চিন্তা হইতেও আমি অব্যাহতি পাই নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি এই উপায় স্থির করিয়াছি ; আমি স্বয়ং উপযাচক হইয়া নাট্যশালা সমালোচনার ভার গ্রহণ করিতেছি। আমার বিদ্যাবুদ্ধি বয়স ও বহুদর্শীতার পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি, এক্ষণে ইহাও জানাইতেছি যে, নাট্যপ্রেমিক হইলেও আমি নাট্যশালার গণ্ডীর বাহিরে বিরাজমান। বঙ্গের সমস্ত রঙ্গালয়গুলিই আমার চক্ষে সমান—সকলগুলিই আমার আদরের সামগ্রী। সকল রঙ্গালয়ের অভিনেতা ও অভিনেত্রী আমার স্নেহের পাত্র ও পাত্রী ; আমি গুণীর আদর জানি আবার অপরাধীকে কি ভাবে কশাঘাত করিতে হয়, ভূয়োদর্শিতার প্রভাবে তাহাতেও আমি অনভিজ্ঞ নহি। আমার সমালোচনা সর্ব্ববাদীসম্মতক্রমে অভ্রান্ত ও পক্ষপাতশূন্য বলিয়া যদি পরিগণিত না হয়, তাহা হইলে আমি আমার বড় আদরের নাট্যচর্চ্চা—যাহার আলোচনায় আমার জীবনের অর্দ্ধ যুগ অতীত হইয়াছে—আমার জীবনের সহিত যাহার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বলিয়া আমি মনে করি,—অম্লান বদনে তাহার সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিব।

সম্পাদক মহাশয়, আপনার নিকট আমার এই অনুরোধ,—আমার প্রেরিত সমালোচনা যখন আপনার হস্তগত হইবে, আপনি যখন 'নাট্য-মন্দিরে'র দায়ীত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় আসনে উপবিষ্ট থাকিবেন, তখন আপনাকে মনে করিতে হইবে যে আপনি 'ষ্টার' থিয়েটারের অধ্যক্ষ নহেন—কোনও রঙ্গালয়ের সহিত আপনার কিছুমাত্র সংস্রব নাই—সকল রঙ্গালয়ের সকল অভিনেতাই আপনার চক্ষে সমান; আপনি রঙ্গালয়ের পরিচালক নহেন—সমালোচক; নাট্য-মন্দিরের সম্পাদক।—আমার এই অনুরোধ যদি রক্ষিত হয়, তাহা হইলেই আমার সমালোচনা-পত্র নাট্য মন্দিরে প্রকাশিত করিবেন, নতুবা অগ্নিমুখে সমর্পণ করিবেন; এই আমার মিনতি।

আজকাল দেখিতে পাই, অধিকাংশ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ শিক্ষকহীন দুষ্ট বালকের মত অপথে বা কুপথে চলিয়াছে, কর্ত্তব্যনীতির ক্রমাগত ব্যতিক্রমে নাট্যশালাগুলি অনেক স্থলে যেন কেবল বিলাস-লালসার উপকরণ হইয়া দাঁড়াইতেছে! এই উদ্দামভাবের নিরাকরণের একমাত্র উপায়—তীব্র সমালোচনা। সেই জন্যই আজ আমি সমালোচনার কশা হস্তে অসম সাহসে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। কিন্তু এ কাজ একার নয়—দশের। দেশের নাট্যকারগণ, নাট্যকলা-কুশল সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত জনগণ এবং কৃতবিদ্য যুবকগণ আমার সহায় হউন; তাঁহাদেরই ঐকান্তিক যত্নে ও সাধনায় এবং আমার যথাসাধ্য চেষ্টায় যাহা সত্য, যাহা বিশুদ্ধ, যাহা পবিত্র, যাহা মঙ্গলপ্রদ, তাহাই স্ফূর্ত্তি হউক,—নাট্যশালার আবর্জ্জনা দূর হউক। আমি সত্য কথাই ব্যক্ত করিব, তজ্জন্য যদি কাহারও গাত্রদাহ উপস্থিত হয়—উপায় নাই!

এবার এই পর্য্যন্ত; পত্রের মুখবন্ধই যথেষ্ট; সমালোচনা-পত্র সত্বর পাঠাইতেছি।

শ্রীনাট্যানন্দ শর্ম্মা।

বিলাতি-রঙ্গিণী।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত।)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মিঃ স্মিথ সেই চারি জন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার পত্র পেয়েছিলে?"

বৃদ্ধা কম্পিত-স্বরে টানিয়া টানিয়া বলিল—"কি ব'লছেন? আমি ভাল আছি কিনা? না হুজুর—কাণের অসুখটা আমার এখনও সারে নি—আমি এখনও ভাল শুন্‌তে পাই না!" বৃদ্ধার কাণের কাছে মুখ লইয়া—ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে মিঃ স্মিথ পুনরায় বলিলেন, "তুমি আমার পত্র পেয়েছিলে?" কেবলমাত্র "পত্র" কথাটা বৃদ্ধার কর্ণে প্রবেশ করাতেই সে তাড়াতাড়ী বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ পত্র পেয়েছি বইকি—পত্র পেয়েই মা ঠাকুরুণের জন্যে সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করে রেখেছি! ঐ নীল ঘরটা যেন সোণার খাঁচার মতন হয়েছে! স্বচ্ছন্দে পাখিটী তারই ভিতরে রেখে দিন! পাখীরও কোন কষ্ট হবে না—আপনিও বেশ নিশ্চিন্ত হ'তে পারবেন!" এই বলিয়া বৃদ্ধা অন্য ঘরে চলিয়া গেল!

গভীরা রজনী। গির্জ্জার ঘড়ীতে বারোটা বাজিল। ব্রাইহ্যাম্ গ্রামবাসী সকলেই নিশ্চিন্তে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আরামে সুষুপ্ত! গৃহের বাহিরে—রাজপথে কিম্বা অপর কোন স্থানে কি হইতেছে না হইতেছে—কেহই কিছু জানে না! সেই সময় ছয় জন লোক খুব জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া সেই গ্রামে প্রবেশ করিল।

গাড়ীখানি আসিয়া একটী বাড়ীর রন্ধনশালার দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল। এই দ্বার দিয়া একেবারে সেই বাটীর প্রাঙ্গণে যাওয়া যায়। আরোহীগণের ভিতর হইতে এক জন একটী ছিদ্র করিবার যন্ত্র হাতে লইয়া—সেই দ্বারে দুটী ছিদ্র করিল। ছিদ্র দুইটী,—একটী খিলের উপরে—একটী নীচে করা হইল। তাহার পর একখানি তীক্ষ্ণধার করাত আনিয়া সেই ব্যক্তি ধীরে ধীরে দ্বারে দুটী বড় বড় গর্ত্ত করিল এবং তাহার ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া দিয়া নিঃশব্দে এবং অতি সন্তর্পণে খিল খুলিয়া ফেলিল। দ্বার খোলা হইলে, সেই ছয়জন চুপি চুপি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রথমে, রন্ধনশালায় যতগুলি বাসন ছিল ধীরে ধীরে সমস্তগুলি তাহারা নিজেদের থলীর মধ্যে রাখিল। তাহার পর সেই স্থানে এ ধারে ও ধারে যাহা কিছু মূল্যবান দ্রব্য ছিল—সে সমস্ত লইতে ভুলিল না।

কিন্তু এ সমস্ত লইয়াও তাহাদের যেন তৃপ্তি হইল না। স্থির করিল, অন্য ঘরগুলিতে প্রবেশ করিতে হইবে। সে স্থান হইতে সকলে আর একটী কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দেখিল—সে কক্ষ বাহির হইতে বন্ধ করা হইয়াছে। ধীরে ধীরে যন্ত্রের সাহায্যে সেই দ্বারও খুলিয়া ফেলিল এবং চারিজন কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল! সেই কক্ষেই আমাদের নায়িকা অভাগিনী মেরিয়াস ভূতলে শয়ন করিয়া নিদ্রামগ্না রহিয়াছে।

অন্ধকারে দস্যুগণ তাহাকে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া তাহাদের মধ্যে একজন হোঁচট খাইয়া মেরিয়াসের উপর পড়িয়া গেল? অকস্মাৎ মেরিয়াস জাগরিতা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং দেখিল কক্ষের ভিতর চারিজন অপরিচিত মূর্ত্তি! অভাগিনী দারুণ ভীতা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—এবং তাড়াতাড়ী সঙ্কেত-ঘণ্টার দড়ী টানিবার জন্য তাহার দিকে অগ্রসর হইল। দস্যুগণ তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া

তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে একজন তাহাকে ধরিয়া বাহুপাশে আবদ্ধ করিল এবং অন্য এক জন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। অভাগিনী তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া সেই দস্যুর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া নিস্তব্ধ হইল। তাহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া সেই দস্যু তাড়াতাড়ী লণ্ঠন আনাইয়া তাহার মুখ দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"এঁ্যা—একি? এ যে আমার দৌহিত্রী—মেরিয়াস!"

অন্যান্য সকলেও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল! তাড়াতাড়ী মেরিয়াসকে শয্যায় শয়ন করাইয়া সেই দস্যু বলিতে লাগিল—"একি ব্যাপার? মেরিয়াস্ এখানে কেমন করে—কোথা থেকে এল!" পরক্ষণেই দস্যুর সে বাৎসল্য ভাব দূর হইল এবং ঘৃণা ব্যঞ্জক স্বরে বলিল,—"জাহান্নামে যাক্ মেরিয়াস্—আমার তার কোন খবরে দরকার নেই! কিন্তু একে এখানে রেখে আমাদের চলে যাওয়াতো বড় সুবিধার কথা নয়! এ বালিকা নিশ্চয় ছলনা করে অজ্ঞান হয়ে রয়েছে—নিশ্চয় আমাকে চিন্‌তে পেরেছে! বাড়ীর মালিক নিশ্চয়ই এর প্রাণের বন্ধু—কাল সকালে তাকে আমাদের কথা সমস্তই বলে দেবে—তার আর কোন সন্দেহ নেই! আমি ভাব্‌ছি—একে আমরা নিয়ে গিয়ে কিছু দিন আটক করে রাখি! তারপর এ সমস্ত গোলমাল চুকে গেলে,—আমরা দেশ ছেড়ে যে যার সুবিধামত স্থানে লুকিয়ে থাক্‌ব—তারপর এ যেখানে খুসী চলে যাক্! চল—একে নিয়ে গিয়ে আমাদের আড্ডায় আপাতত; নজরবন্দী করে রাখি! কি বল? এখন কি করে চুপি চুপি একে বার করে নিয়ে যাই বল দিকি!" একজন বলিল, "আমাকে ভার দাও—আমি ঠিক নিয়ে যাচ্ছি!"

অপর কয়জন ইহাতে প্রথম একটু আপত্তি করিল—কিন্তু কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর সম্মত হইল। তখন সকলে সেই কক্ষস্থ প্রায় সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যগুলি হস্তগত করিল এবং মূর্চ্ছিতা মেরিয়াসকে

একখানি বড় কম্বলে আবৃত করিয়া একজন অম্লানবদনে ক্ষুদ্র খেলানার মতন তাহাকে এক হাতে তুলিয়া লইয়া গাড়ীতে শোয়াইয়া দিল। তাহার পর সকলে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া নির্ব্বিবাদে সেই বাটী হইতে বহির্গত হইয়া—গাড়ীতে উঠিয়া দ্রুতবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

সাঁঝের তারা।

(শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক লিখিত।)

তুমি এসেছ তুমি এসেছ
সুদূর গগনে, মেঘের আসনে
তুমি বসেছ তুমি বসেছ
ওই সুদূর সাঁঝের তারাটি—
তুমি মেলেছ তুমি মেলেছ,
দিবা অবসানে চাহি ধরা পানে
ওই তব মঙ্গল আঁখিটী।
দেখ দিন শেষে আসে শান্তি হেঁসে,
অবসাদ চলে যায় দূরে ;
গুঞ্জরিয়া অলি ত্যজি ফুল গুলি,
ফিরে যায় সবে গৃহপরে ;
সারাদিন পরে কৃষকেরা ঘরে
ফিরে চলে, ধীরে গাহি গান ;
তব পানে চেয়ে শুধু চেয়ে চেয়ে,
বিশ্রামে হের ধরার প্রাণ।

তুমি এসেছ তুমি এসেছ
বসেছে বিজনে যোগী যোগাসনে,
গাহে সন্ধ্যাগান ঋত্বিক ভাস্বর ;
তুমি এসেছ তুমি এসেছ
তব আগমনে উঠিছে গগনে,
শঙ্খ রবে হের বিষাণ-ওঙ্কার,
তুমি এসেছ তুমি এসেছ
পুরনারী মিলে সবে দলে দলে
দীপ জ্বালি করে তোমারি বন্দনা ;
তুমি এসেছ তুমি এসেছ
আমি আছি বসে শুধু তব আশে—
তোমারই ধ্যানে রহিতে মগনা ;
নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিয়া
মনে পড়ে ওগো সে দিন আমার,
যে দিন সন্ধ্যায় মিশে যাব হায়
তব সহচর তারকা মাঝায়—
তাই ভালবাসি বড় ভালবাসি,
মেঘের আসনে সুদূর তারাটি,
নয়ন মেলিলে তোমারে হেরিলে
নাহি পারি আমি মুদিতে আঁখিটি॥

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস।

(বিশেষজ্ঞের লিখিত)

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা প্রথম প্রস্তাবের শেষ অংশে 'মধ্যযুগের প্রথম প্রথম প্রকাশিত বাঙ্গালা নাটকাবলীর কথার আলোচনা করিয়াছি। এবার আমরা বাঙ্গালা ভাষায় রচিত (অনূদিত) তাৎকালিন নাটকাবলীর অভিনয়ের ইতিবৃত্ত এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। বাগবাজারের সেই নবীন বাবুর অনুষ্ঠিত ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গলা নাটকাভিনয়ের পর অর্থাৎ 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হইবার পর বাঙ্গালার কোনও স্থানে কোনও বাঙ্গলা নাটক অভিনীত হইয়াছিল কি না তাহা অন্ততঃ ১৮৫৭ খৃঃ পর্য্যন্ত কোনও সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। ১২৬৩ বঙ্গাব্দ ইং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতেই বাঙ্গালা নাটকাবলীর অভিনয় প্রকৃত আরম্ভ হইয়াছে ইহা বেশ বলা যায়। কেন না এই ১২৬৩।১৮৫৭ অব্দেই কলিকাতায় পাথুরিয়া ঘাটার সন্নিকটে চড়কডাঙ্গার জয়রাম বসাকের বাটীতে সিমুলিয়ায় আশুতোষ দেবের (ছাতু বাবু) বাটীতে, জোড়াসাঁকোর স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে, গদাধর শেঠের বাটীতে; ও মফস্বলের নানা স্থানে বিশেষতঃ চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত হইতে ভাষান্তরিত বাঙ্গালা নাটকাবলীর অভিনয় হইয়াছিল। আমরা সংক্ষেপে সেই সকল অভিনয়ের ইতিহাস এখানে দিলাম।

১। ১২৬০ বঙ্গাব্দে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে' এক বিজ্ঞাপন বাহির হয় তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—ছয় মাস মধ্যে যে কোন

ব্যক্তি 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নামক উৎকৃষ্ট নাটক বঙ্গভাষায় রচনা করিতে পারিবেন, তিনি রঙ্গপুর কুণ্ডীর, সেই বদান্য মাতৃভাষার উন্নতিকামী জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত ৫০৲ টাকার এক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন। 'পতিব্রতা উপাখ্যান' রচনা করিয়া কবিকেশরী রাম নারায়ণ তর্করত্ন ১২৫৯ বঙ্গাব্দে এই মহাত্মা-ঘোষিত আর এক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবারও তিনি ১২৬১। ১৮৫৪ অব্দে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' রচনা করিয়া প্রকাশিত করেন। বলা বাহুল্য রামনারায়ণের এই রচনা পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হইয়া উক্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই নাটক তিন বৎসর পরে লোক সমাজের নিকট সবিশেষ আদৃত হয়, ও তখনকার নাট্যাভিনয়ব্রতীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১২৬৩।১৮৫৭ অব্দেই পূর্ব্বোল্লিখিত কলিকাতার চড়কডাঙ্গার জয়রাম বসাকের বাটীতে এই 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়, Oriental Theatreএর অভিনেতা রাধাপ্রসাদ বসাক প্রভৃতি, যে কয় জন ব্যক্তি এই অভিনয়ে অভিনেতারূপে যোগদান করেন তাঁহাদের এই কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—জয়রাম বসাক, জগদ্দুর্লভ বসাক, নারায়ণ চন্দ্র বসাক, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ বসাক ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। ইনিই উত্তরকালে সেই Royal Bengal Theatreএর স্বনামখ্যাত অধ্যক্ষ, নাট্যকার ও অভিনেতা। "বঙ্গের স্থায়ী নাট্যমন্দিরে, যে যে ব্যক্তি অভিনয়াদি করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন, ইনিই অভিনয় চর্চ্চায় তাঁহাদের প্রথম স্থানীয়। ইঁহার পরের আরও কয়েকজন স্থায়ী নাট্যশালার অভিনেতাগণের ন্যায় ইনিও 'স্ত্রী চরিত্র' প্রথমে অভিনয় করেন। আবশ্যকমত এই কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। শুনিতে পাওয়া যায় এই অভিনয় দুইবার মাত্র হইয়াছিল।

২। এই অভিনয়ের সমসাময়িক অর্থাৎ ১২৬৩।১৮৫৭ বাং ইং অব্দেই সিমুলিয়ার ধনকুবের স্বর্গীয় রামদুলাল সরকার মহাশয়ের বাটীতে তদীয় পুত্র আশুতোষ দেব মহাশয়ের উদ্যোগে মহা সমারোহে বিপুল অর্থব্যয়ে এক নাটকাভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। কালিদাসের 'শকুন্তলা' ভাষান্তরিত হইয়া অভিনীত হয়। 'বিশ্বকোষ' সংগ্রহকর্ত্তা বলেন যে এই 'শকুন্তলা'র অভিনয় জয়রাম বসাকের বাটীর 'কুলীন-কুল সর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয়ের পর দিবস হইয়াছিল। এক দিন পরে হইলেও এই আশুতোষ বাবুর (ছাতু বাবু) বাটীর অভিনয়ই তখনকার কালের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ করে। শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—এই ছাতুবাবুর বাটীর অভিনয়ে, 'কলিকাতার অন্যান্য নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় পাইকপাড়া রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ (যাঁহার প্রতিকৃতি 'নাট্য-মন্দিরের' গ্রাহকগণ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উপহার পাইয়াছেন) এবং বাবু (পরে সার্ মহারাজা) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শরচ্চন্দ্র ঘোষ, প্রিয়মাধব বসু মল্লিক (গীত রচয়িতা) ও মণিমোহন সরকার প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতার নাম উল্লেখ যোগ্য।

৩। এই ১২৬৩।১৮৫৭ অব্দেই যোড়া সাঁকোর প্রথিতনামা কালী-প্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের ভবনে তাঁহার নিজেরই যত্নে ও আগ্রহে নাটকাভিনয় আরম্ভ হয়। মহাভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বাবু তখনকার কালের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি মাতৃভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে তিনি সময় ও অর্থ সমভাবে ব্যয় করিতেন।

সংস্কৃত মূল মহাভারতের ও নানা নাটকাবলীর অনুবাদে স্বয়ং ব্রতী হওয়া ও ঐ কার্য্যে অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য গ্রহণ করার প্রধান

উদ্দেশ্য দীনা বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন। ১৮৫৭ খৃঃ রামনারায়ণের 'বেণী-সংহার' নাটক প্রথমে অভিনীত হয়। ইতিপূর্ব্বে কেবলমাত্র 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' ও 'শকুন্তলা' নামক নাটকদ্বয় অভিনীত হইতেছিল। সেই হিসাবে এই 'বেণী-সংহার'ই তৃতীয় অভিনীত নাটক। ১২৬৩ চৈত্র মাসে ইং ১৮৫৭ মার্চ্চ এ অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের পর তিনি বাঙ্গালা নাটক ও নাটকাভিনয়ের সমধিক অনুরাগী হয়েন। ইংরাজি নাটকাভিনয়ের দর্শকরূপে নানা স্থানে উপস্থিত থাকিয়া যে অভিনয়ানুরাগ তাঁহার মনে ইতিপূর্ব্বে স্থান পাইয়াছিল, স্বীয় ভবনে নাটকাভিনয় আরম্ভ করিয়া সিংহ মহাশয়ের নাট্য-প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল। বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত নাটকাবলীর সংখ্যা অতি অল্প দেখিয়াই পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে স্বয়ং নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অনুদিত প্রথম বাঙ্গালা নাটক 'বিক্রমোর্ব্বশী'। পরে 'মালতী মাধব' ও অনুবাদ করেন। * 'বেণী-সংহার' নাটকের আটমাস পরে, যোগীন্দ্র বাবু লিখিতেছেন—সিংহ মহোদয়ের বাটীতে সমধিক সমারোহের সহিত তাঁহার নিজের অনুবাদিত 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটক অভিনীত হইয়াছিল। তিনি নিজে তাহাতে একজন অভিনেতা ছিলেন। 'পুরুরবার' অংশ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ শুনা যায়। 'বেণীসংহারের' অভিনেতাগণের মধ্যেও আমরা তাঁহার নামের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবিখ্যাত ব্যবহার-জীবিকুলশেখর স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (Mr. W. C. Bonnerjee) বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

---

* সিংহ মহোদয়ের পুত্র আমাদের সুহৃৎ বিজয় চন্দ্র বাবুর সহিত সেদিন এই সকল কথার আলোচনা কালে শুনিলাম যে শোভাবাজারের রাজা বাহাদুর শ্রীবিনয়-কৃষ্ণ দেব মহাশয় তাঁহার নিকট হইতে 'বিক্রমোর্ব্বশী ও মালতী মাধব' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া নিজালয়স্থ 'সাহিত্য-সভা'র পুস্তকাগারে রাখিয়াছেন।

(manager, Bengal Theatre) প্রভৃতি মহাশয়গণেরও নাম দেখিতে পাই। 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকে রামদাস গঙ্গোপাধ্যায় নামক আর একজন তাৎকালীন উৎকৃষ্ট অভিনেতার নামও সংশ্লিষ্ট আছে।* বলা বাহুল্য এই সকল নাটকাভিনয়ে কলিকাতার বাণী ও রমার বরপুত্রগণ সকলেই দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতেন। ইংরাজরাজের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারিগণও আমন্ত্রিত হইয়া ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সার সিসিল বিডন ভারত গবর্ণমেণ্টএর সেক্রেটারী (সচিব) কালীপ্রসন্ন বাবুর বাটীতে অভিনয় দর্শনে উপস্থিত ছিলেন। সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় বলেন যে এই অভিনয়ের সময় 'ফোর্ট উইলিয়ামের' ইংরাজি বাদ্য সম্প্রদায় (গোরার বাজানা) ঐক্যতান বাদনের কার্য্য করিয়াছিলেন। যোগীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—'ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায় যে কয়বার ইংরাজি নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই কেবল তাহার রসাস্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু আশুতোষ বাবুর ও কালীপ্রসন্ন বাবুর বাটীর অভিনয় হইতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নব্য, প্রাচীন, সকলেই নাটকাভিনয়ের রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হইলেন। কলিকাতায় একটি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, এবং যাত্রা, হাফ্-আকড়াই, কবি পাঁচালী, প্রভৃতি তৎকাল প্রচলিত আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধে নব্যসম্প্রদায়ের প্রগাঢ় বিতৃষ্ণা জন্মিল।' এই অভিনয়ের কাল ইংরাজি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ কিন্তু ইহা ১২৬৪ বঙ্গাব্দ।

৪। ইহার মাঝামাঝি সময়ে ১২৬৪ সালের প্রারম্ভেই ওরিএন্টাল থিয়েটারের অন্যতম অভিনেতা প্রিয়নাথ দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে

* এই বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অভিনয় কথায় কিছু কিছু বিবরণ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের 'Calcutta Review' কলিকাতা রিভিউ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার মাতামহাশ্রম গদাধর শেঠ মহাশয়ের বাটীতে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকাভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। প্রিয়নাথ বাবুর মাতুল গোপালচন্দ্র শেঠই (গদাধর শেঠের পুত্র) ইহার পৃষ্ঠপোষক। গোপাল বাবু স্বয়ং প্রিয়নাথ দত্ত, নকুড়চন্দ্র শেঠ ও নারায়ণচন্দ্র বসাক (জয়রাম বসাকের বাটীর অভিনেতা) প্রভৃতি অভিনয়কুশল ব্যক্তিগণ অভিনেয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। নারায়ণ বাবু 'স্ত্রী ভূমিকায়' বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জাহ্নবী ও রসিকা নাপিতানীর ভূমিকা একত্রে গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ জানা যায়। মফস্বলে বিশেষতঃ চুঁচুড়ায় রামনারায়ণের এই 'যুগান্তরকারী' নাটক 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' মহা আগ্রহের ও নৈপুণ্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল।*

ক্রমশঃ।

নাট্য-প্রসঙ্গ।

গত ২৬শে পৌষ বৃহস্পতিবার 'মিনার্ভা' থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে একটি 'বেনিফিট' দিয়াছেন।

* * * *

শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি পৌরাণিক নাটক লিখিতেছিলেন; নাটকখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। "ষ্টার" থিয়েটারে

---

* নড়াইল হাটবাড়িয়ার জমিদার স্বর্গীয় গুরুদাস রায়ের ভবনে তাঁহার পুত্র গোবিন্দ বাবুর উদ্যোগে তাঁহার বৈটকখানায় রঙ্গমঞ্চাদি প্রস্তুত করিয়া অভিনয় আয়োজনের কথাও শুনা যায়। ৺গোবিন্দ বাবুর পুত্রগণও নাট্যামোদি ও নাট্য-সাহিত্যানুরাগী। তাঁহারাও বহু অর্থ নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ব্যয় করেন।

অভিনীত হইবে। ভূপেন বাবুর "সৎসঙ্গ" নাটকের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়; আশার কথা সন্দেহ নাই।

* * * *

'নাট্য-মন্দিরে'র মফস্বলের গ্রাহকগণ নিষিদ্ধ নাটকগুলি সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রায়ই পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশে বঙ্গীয় নাট্যশালায় অভিনীত যে সকল নাটকের অভিনয় সর্ব্বত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে, নিম্নে তাহার এক তালিকা প্রকাশিত হইল:—(১) বঙ্কিম চন্দ্রের "মৃণালিনী", "চন্দ্রশেখর" ও "আনন্দমঠ" (২) গিরিশ বাবুর "ছত্রপতি শিবাজি", "সিরাজদ্দৌলা, ও "মীরকাশিম"। (৩) ক্ষীরোদ বাবুর "প্রতাপাদিত্য", "বাঙলার মসনদ", "পলাশির প্রায়শ্চিত্ত", "নন্দকুমার" ও "দাদা ও দিদি।" (৪) অমরেন্দ্র বাবুর আশাকুহকিনী ও আহা মরি, (৫) মনোমোহন বাবুর "শিবাজি", "কর্ম্মফল", ও "সংসার"। বঙ্গের সর্ব্বত্র উল্লিখিত নাটকগুলির অভিনয় নিষিদ্ধ হইয়াছে।

* * * *

'নাট্য-মন্দিরের' কর্তৃপক্ষগণ বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের জীবনবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী ইতিপূর্ব্বে লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইতেছে; যোগ্য ব্যক্তির হস্তেই ইহার সম্পাদন-ভার প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী এখন বঙ্গীয় রঙ্গালয়সমূহে অভিনয় কার্য্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদের স্বরচিত জীবনবৃত্ত এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইবে। সুপ্রসিদ্ধ, অপ্রসিদ্ধ—সকল শ্রেণীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জীবন-কাহিনী এই পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইবে। অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ কি সূত্রে রঙ্গভূমির সহিত সংসৃষ্ট হইয়াছেন—তাহার

উল্লেখ করিয়া সরলভাবে তাঁহাদের জীবনের ঘটনাসমূহ বিবৃত করিতে হইবে। তাঁহাদের চিত্রাবলীও এই সঙ্গে প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুত অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই জীবনী-সংগ্রহ ব্যাপারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই পুস্তকের আয়তন যে অতি বৃহৎ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অতি সত্বরই এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য আরম্ভ হইবে।

* * * *

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র কতদূর উন্নত হইয়াছিল, তাহার নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন; তবে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত ইহাও যে এক বিশিষ্ট শাস্ত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় তাহার প্রমাণস্থল ;—

সঙ্কল্প্য ভগবানেবং সর্ব্বান্ বেদাননুস্মরন্।
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্ব্বেদাদি সম্ভবম্॥

ভগবান প্রজাপতি পঞ্চম বেদ নির্ম্মাণের সংকল্প করিয়া সকল বেদ স্মরণ-পূর্ব্বক চতুর্ব্বেদাদি সম্ভূত নাট্যবেদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ন তচ্ছ্রুতং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
নাসৌ যোগো ন তৎকর্ম্ম যন্নাট্যেঽস্মিন্ ন দৃশ্যতে॥

যাহা নাট্যে নাই, সেই শ্রুতি, সেই শিল্প, সেই বিদ্যা, সেই যোগ, সেই কর্ম্ম নিজ নিজ নামের অযোগ্য, অসার ও অকর্ম্মণ্য। লোক-যাত্রার হিসাবেও নাট্যের গুরুত্ব যথেষ্ট ;—

ধর্ম্ম্যমর্থং যশস্যঞ্চ সোপদেশং সসংগ্রহং।
ভবিষ্যতশ্চ লোকস্য সর্ব্বকর্ম্মানুদর্শকম্॥

নাট্য ধর্ম্মার্থপ্রদ যশস্কর উপদেশময় সর্ব্বশাস্ত্রসঙ্কলনরচিত এবং ভবিষ্যৎ বিশ্বের সর্ব্বকর্ম্মের পথ প্রদর্শক। নাট্যশক্তি যে অতি উচ্চাঙ্গের, অতি মহিমাময় ও কল্যানজনক, উল্লিখিত কয়টি শ্লোক হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

* * * * *

বিলাতের প্রসিদ্ধ "ষ্ট্রাণ্ড" পত্রিকায় গ্রাণ্ট এলেন নামক জনৈক লেখক লিখিয়াছেন,—আজ কাল রঙ্গালয়ের প্রতি বিলাতের জনসাধারণের অনুরাগ অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন সহরে বারোটির অধিক রঙ্গালয় ছিল না, কিন্তু এখন এক লণ্ডন সহরে ৬৭টি রঙ্গালয় চলিতেছে। বিলাতের দর্শকগণের আজকাল কমেডির উপরই সমধিক অনুরাগ। এই জন্য বিলাতের রঙ্গালয়ে কমেডির নাট্যকার, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের পসার যথেষ্ট বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে ৪৫ হাজার টাকা ব্যয় করিলে একখানি কমেডি নাটক সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অভিনীত হইত, কিন্তু ইদানীং দর্শকগণের রুচি এরূপ উচ্চাঙ্গের হইয়াছে যে, দেড় লক্ষ টাকার কমে একখানি নাটক খোলা সম্ভবপর নহে। নাটক খোলায় খরচ যেমন বাড়িয়াছে, নাট্যকারদিগের দক্ষিণাও তেমনই উচ্চ হারে উঠিয়াছে। প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের সেলামীর পরিমাণ শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রসিদ্ধ কমেডি নাট্যকার ব্যারী রঙ্গাধ্যক্ষগণের নিকট বৎসরে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা সেলামী প্রাপ্ত হন; প্রসিদ্ধ নাট্যকার লডারের সাপ্তাহিক পারিশ্রমিকের পরিমাণ সাড়ে দশ হাজার টাকা! একটি রঙ্গালয়ের বার্ষিক খরচের পরিমাণ শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বিলাতের "এম্পায়ার থিয়েটারে"র সম্বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় সাড়ে পনের লক্ষ টাকা; যেমন ব্যয়, আয়ও তদনুরূপ; মাসে অন্ততঃ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে গিয়া না উঠিলে, বিলাতী রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের লোচন হইতে 'সাতার-পানি' বহিয়া যায়।—আমাদের শুনিয়াই সুখ!

* * * *

এবার কংগ্রেস-পাণ্ডালে কংগ্রেসের ভাঙ্গা হাটে রঙ্গরসের তুফান ছুটিয়াছিল; সুসজ্জিত সুবিস্তৃত কংগ্রেস-মণ্ডপ রঙ্গালয়ে পরিণত হইয়াছিল। ক্রমাগত কয়দিন নিরস বক্তৃতা করিয়া কংগ্রেসের কর্ত্তাদের

'কান ঝালাপালা' হইয়াছিল, সেই জন্যই বোধ হয় নৃত্য-গীতাদির অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদের নয়নমনশ্রবণ বিমোহন করিবার আয়োজন হইয়াছিল। গত ১০শে পৌষ বৃহস্পতিবার বারবেলায় কংগ্রেস-পাণ্ডালে ইলেক্‌ট্রিক থিয়েটার, 'ভূতের রাজা গণপতি'র নানা রঙ্গ ও বিলাতী অভিনেত্রী মিস্‌ গ্লাডির নৃত্য-লীলা প্রভৃতি আমোদানুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। সখি 'সঞ্জীবনী' কি বলেন? সখি যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের দিন যখন দলে দলে 'ডেলিগেট'-গণ কংগ্রেস-মণ্ডপে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন কলিকাতায় সম্রাট-দর্শনার্থী নবাগত পূর্ব্ববঙ্গবাসী কতিপয় মুসলমান সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিতেছিল। তাহার ফলে তাহারা অনুমান করিয়া লইল যে সেই বিশাল মণ্ডপটি তামাসা দেখাইবার বুঝি একটা বিরাট আড্ডানা। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা কংগ্রেসের টিকিট ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'মশায়! আপনারা দেখান কেমন?

কর্ম্মচারী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

প্রশ্ন হইল,—'এই নাচ, গান, বক্তৃতা, তামাসা ইত্যাদির কথা সুধাইতেছি; আপনারা দেখান কেমন? ভাল বোধ করিলে এক একখানি টিকিট ক্রয় করিতে পারি।'

কর্ম্মচারীটি তখন ব্যাপার বুঝিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন,—'ইহা তামাসার স্থান নয়, এখানে মিটিং হইতেছে।'

অগত্যা সেদিন বেচারিদিগকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল; কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিলাম, তাহাদিগের আশা অপূর্ণ থাকে নাই; গত বৃহস্পতিবার তাহারা মহা উৎসাহে কংগ্রেস-পাণ্ডালে তামাসা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল!

* * * *

গত সংখ্যার নাট্যমন্দিরে পাঠকগণ স্থাণ্টলীর পরিচয় পাইয়াছেন। স্থাণ্টলী পাশ্চাত্য জগতে 'সঙ্গীতের রাজা' নামে আখ্যাত, আর পাদেরেবস্কী 'সঙ্গীতের সম্রাট' আখ্যায় অভিহিত। এই সংখ্যায় আমরা পাঠকগণকে সঙ্গীত-সম্রাট পাদেরেবস্কীর জীবনবৃত্ত উপহার দিব।

রুষাধিকৃত পোলণ্ড রাজ্যের পাদলীয়া সহরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পাদেরেবস্কী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি আত্যংশে পোলীশ। পাদেরেবস্কীর বয়স যখন ঠিক তিন বৎসর, সেই সময়ই তাঁহার প্রতি সরস্বতীর অনুগ্রহ হয়। তিন বৎসর বয়সেই তিনি পিয়ানো যন্ত্রে অধিকার দেখাইতে সমর্থ হন। সাত বৎসর বয়সে পাদেরেবস্কী পাদলীয়া সহরেই পিয়ারী সবিনস্কী নামে এক পিয়ানোপটু সঙ্গীত-গুরুর শিষ্য হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পাদেরেবস্কী পোলণ্ডের রাজধানী বার্সা নগরে রাগস্কী নামক এক শ্রেষ্ঠ পিয়ানো-পণ্ডিতের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তৎপরে তিনি বিখ্যাত পিয়ানো-বিশারদ ফ্রেডরিক কীলের পাদমূলে অধিবেশন করেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পাদেরেবস্কী জর্ম্মণ রাজ্যেও পূজিত হন;—ষ্ট্রাসবর্গের বিখ্যাত সঙ্গীতকলেজে অধ্যাপকতা করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু জ্ঞানীরা চিরদিন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ব্যস্ত, ষ্ট্রাসবর্গে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার আদানও চলিতে থাকে। ষ্ট্রাসবর্গে তিনবৎসর থাকিয়া,পাদেরেবস্কী সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষতঃ পিয়ানোশাস্ত্রে অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; দেশবিখ্যাত পিয়ানোপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য হইয়া উঠেন।

তথাপি পাদেরেবস্কী শিক্ষালাভে ঔদাসীন্য করেন নাই; তিনি জানেন, জীবন যতদিন, শিক্ষা ততদিন; তিনি বুঝেন, পাঠশালায় যে শিক্ষার আরম্ভ হয়, সমাধিশালায় তাহার সমাপ্তি হইয়া থাকে; তিনি স্থির করিয়াছেন, 'স র গমে' যাহার গৌরচন্দ্রিকা, সমাধিসিন্দুকে তাহার উপসংহার;—'ককারে' যাহার আদি, কফিনে তাহার অন্ত।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সঙ্গীতগুরু পাদেরেবস্কী, জর্ম্মণীর স্বর্গ হইতে অষ্ট্রিয়ার বিয়েনা সহরে উপনীত হন; সেখানে সঙ্গীতাচার্য্য লেশেচতিজ্‌কীর কাছে তিনবৎসর শিষ্যত্ব করিয়া, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের এক শুভদিনে সঙ্গীত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, প্রথম আসরেই তিনি জয়লাভ করেন। অতঃপর পাদেরেবস্কী, পিয়ানোযুদ্ধে দিগ্বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হন। দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পাদেরেবস্কী জর্ম্মণীর চারিদিকেই জয়লাভ করেন, অনন্তর ফরাসী সঙ্গীতবীর পিয়ানোপিণাকী—ফরাসী সঙ্গীতাচার্য্যদিগকে জয় করিবার জন্য তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের সঙ্গীত-প্রধান—প্যারীনগরে উপস্থিত হন। প্রথম আসরেই তিনি, কেবল ফরাসিরাজ্যকে নহে, সমগ্র ইউরোপকে, বিস্ময়ে বিহ্বল এবং উল্লাসে উন্মত্ত করিয়া তুলেন। সে বিস্ময় এবং উল্লাসের স্রোত আতলান্টিক পার হইয়া আমেরিকা ভূমে উপস্থিত হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পাদেরেবস্কী ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া, লণ্ডনে মজুরার আয়োজন করেন, ১৮৯০ সালের ৯ই মে তারিখে "সেণ্টজেম্‌স্ হল" রঙ্গালয়ে তাঁহার প্রথম মজুরার মজ্‌লিস হয়। ফরাসিরাজ্যে প্যারিসের মজুরায় পাদেরেবস্কী যে পসার জমাইয়া লইয়াছিলেন, লণ্ডনের মজুরায় সে পসারের পরিমাণ ও পরিসর চরমে উঠিয়া পড়ে; পিয়ানোসঙ্গীতে পাদেরেবস্কী অদ্বিতীয় বলিয়া পরিচিত হন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে পাদেরেবস্কীর পসার প্রতিপত্তি—গৌরব সুখ্যাতি—আতলান্টিক পার হইয়াছিল, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বয়ং আতলান্টিক পার হইলেন; ইউরোপজয়ী মহাবীর আমেরিকা জয়ে যাত্রা করিলেন।

"প্রতাপোহগ্রে শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্।"

যাত্রার পূর্ব্বেই পাদেরেবস্কীর পিয়ানো প্রতিপত্তির প্রতাপ আমেরিকাভূমে গিয়া পৌঁছিয়াছিলে। দিগ্বিজয়ী পিয়ানো-ধ্বজা পোলীশ

পাদেরেবস্কী আমেরিকায় গিয়াই বিজয়ী হইলেন। প্রথম আসরের সম্মোহন বাণেই সমগ্র মার্কিণ ধনপতিকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সেই জয়ের জয়পথ চিরমুক্ত হইয়া রহিয়াছে। পাদেরেবস্কী প্রতি বৎসর আতলান্টিক পার হইয়া থাকেন। আমেরিকদিগের সেই মোহ-বন্ধন ক্রমেই দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে। আমেরিকায় পাদেরেবস্কী-পূজা প্রথাও দিন দিন প্রবল হইতেছে। আর পিয়ানো-ধর পাদেরে-বস্কীও আমেরিকা জয়ী হইয়াই দিন দিন ধনপতি হইতেছেন।

পাদেরেবস্কী নিজের গৎ নিজে রচেন। নিজের গান নিজে রচেন; নিজের গৎই তিনি নিজে বাজান। নিজের গানই তিনি পিয়ানো-মুখে নিজে বাহির করেন। পাদেরেবস্কীর পিয়ানো-পদাবলী —পাশ্চাত্য কলাবিৎ সমাজের সর্ব্বত্র আদৃত। পরের পথে তিনি পদক্ষেপও করেন না। তাই পাদেরেবস্কী অদ্য অদ্বিতীয়। পিয়ানো-সাম্রাজ্যে তাই তিনি এখন সম্রাট্। সঙ্গীত-সম্রাটের এই বার সেই কয়েন কথা—এই বার সেই

"মিনিটের মজুরীর"

পরিচয় দিব। মার্কিণ রাজ্যের একটা বারইয়ারী মজুরায় পাদেরে-বস্কী ২০ মিনিট পিয়ানো বাজাইয়াছিলেন। চুক্তি হইয়াছিল, প্রতি মিনিটে ২৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩৭৫৲ টাকা। ২০ মিনিট মজুরা করিয়া এই সঙ্গীত সম্রাট লইয়াছিলেন ৭৫০০৲ টাকা। সানফ্রান্সিস্কো সহরের এক কুবের-তনয়া এই সঙ্গীত-সম্রাটের পিয়ানো শুনিতে চাহিয়াছিলেন। পাদেরেবস্কী বলেন, "আমার সময় অল্প, আপনারও ধনবল তত অধিক নহে। অতএব আমি আপনার বৈঠকখানায় পাঁচ মিনিট পিয়ানো বাজাইব, আর আপনি আমাকে দিবেন ৫০০ পাউণ্ড বা ৭৫০০৲ টাকা মাত্র।" কুবেরতনয়া তিন হাজার টাকার অধিক দিতে চাহেন নাই। পাদেরেবস্কীর পিয়ানো শোনাও তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

নাট্য-মন্দির।

[বঙ্গের রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।]

দ্বিতীয় বর্ষ। } মাঘ, ফাল্গুন, ১৩১৮। { ৭।৮ম সংখ্যা।

রোগ-শয্যায়।

(শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত।)

(১)

শ্রান্ত ক্লান্ত,—অবিশ্রান্ত ব্যাধির তাড়নে,—
শয্যা সনে দেহ-যষ্টি লীন!
হয় মনে প্রতিক্ষণে—কাল হুতাশনে
হয় বুঝি হয় বা বিলীন।
মিটি মিটি গৃহ কোণে, জ্বলে দীপ সকরুণে,
প্রেতকায়া সম ছায়া—নেচে নেচে ওঠে।
সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্য তাহে আর(ও) যেন ফোটে॥

(২)

হতভাগ্য যুবা ওই,—বিধির বিধানে—
ঐশ্বর্য্যের ছিল অধিকারী।
শত শত চাটুকার স্তুতিবাদ গানে—
জনে জনে দিত বলিহারি॥

ছিল বারনারী রত, মদ্যপান অবিরত,
দিবানিশি আনন্দের উচ্চ কোলাহল।
মুখরিত রাখিত সে রম্য হর্ম্ম্যতল॥

(৩)

গিয়াছে সেদিন—মাত্র আছে কল্পনায়,
এবে যুবা কপর্দ্দকহীন!
জীর্ণ গৃহে—শীর্ণ দেহে শায়িত শয্যায়,
সমাগত সমাধির দিন!।
পাত্র মিত্র আত্মজন, করিয়াছে পলায়ন,—
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস দিগন্তে প্রসারি।
কহে যুবা—"বড় তৃষা—একবিন্দু বারি"॥

(৪)

আর্দ্রবস্ত্রে ত্রস্তপদে কে তুমি সুন্দরী,
সন্ধ্যার আঁধার লয়ে বুকে!
বারিপাত্র ল'য়ে করে—আহা মরি মরি,
পশ' গৃহে—ধীরে—অধোমুখে!
কেগো তুমি কমলিনী, মূর্ত্তিমতী বিষাদিনী,
দিব্যকান্তি জ্যোতিহীন মলিনবসনা।
স্বভাবে অভাবে যেন বিরাগে মগনা॥

(৫)

চিনেছি চিনেছি তুমি পতিব্রতা সতী,
হিন্দুজাতি গৌরবের ধন!
সংসার সাগরে তুমি একমাত্র গতি,
ধ্রুবতারা—অমূল্য রতন!

তোমারি করুণা বলে, পাষাণে অমৃত গলে.
তুমি আছ—আছে তাই চন্দ্রসূর্য্যভাতি।
গগনে এখনও জ্বলে তারকার বাতি॥

(৬)

তৃষ্ণা দূর করি যুবা ধীরে ছাড়ে শ্বাস!
দু'নয়নে বহে বারিধারা!!
মুহ্যপ্রায় চেয়ে রয়—নাহি সরে ভাষ!
মত্ত চিত্ত সত্য আত্মহারা!!
শুষ্ককণ্ঠে কহে—"মায়া! * দূর অতীতের ছায়া,
স্মৃতির বৃশ্চিক জ্বালা—করি সহচর!
বিষম দংশনে অঙ্গ—করে জর-জর!!

(৭)

সম্পদের সাথী যত সবে পলাইত!
এ জীবন মরুভূমি প্রায়!
শুধুছুরী স্বার্থ সনে সযত্নে রক্ষিত,
অসময়ে কেবা মুখ চায়?
কুহকিনী কুহস্বরে,—সঁপি প্রাণ অকাতরে,
বারে বারে শুধাইত—'ভালবাস তুমি?
তুমি যদি ভালবাস,—স্বর্গ—মর্ত্তভূমি!!'

(৮)

মনে আছে সেইদিন,—দিনান্তে যখন,
কাস্তপদ মাগিতে দর্শন।
ভ্রান্ত মদে মুগ্ধ মন—এই অভাজন,
হেলায় ঠেলিত আকিঞ্চন!!

* যুবকের পত্নীর নাম।

ভাবি নাই একবার, বিষময় এ সংসার,
মূর্ত্তিমান ছলনায়—রঙ্গ—রঙ্গালয়।
চলিতেছে শুধু সেথা পাপ অভিনয়॥

(৯)

ছায়া দেহী সম যত অভিনেতাগণ!
নানা সাজে করে আগমন!
বন্ধুবেশে হেসে হেসে আসে কতজন,
ওঠে শেষে কাতর ক্রন্দন!!
প্রণয়িনী রূপ ধরি, ছলিত মাধুরী হরি,
কেহ আসি ধীরি ধীরি মালা দেয় গলে।
শিহরি নেহারি ফুলে—গরল উথলে!!

(১০)

ঘুচিয়াছে ঘুমঘোর—খুলেছে নয়ন,—
সমুদিত তরুণ তপন!
দারিদ্র্যের দুঃখময় নির্দ্দয় পীড়ন,—
দানিয়াছে নবীন জীবন!!
অর্থহীন অতি দীন,—আশার আলোক ক্ষীণ,
নিরাশা আঁধারে তুমি পূর্ণিমা-রূপিণী!
গুণবতী সাধ্বী সতী—প্রাণপ্রদায়িনী!!

(১১)

মৃতপ্রায় শুয়ে হায়! এ রোগ শয্যায়—
বুঝিয়াছি মরমে মরমে,
সুখে দুঃখে সমব্যথী কে আছে ধরায়?
তুমি—'মায়া'!—মায়ার জনমে!!

পত্নী প্রেম যেই জন, নাহি করে আকিঞ্চন,
হাহাকার হয় সার তাহার জীবনে।
কোথা শান্তি? ভ্রান্তিময় সংসার—স্বপনে!!"

(১২)

আবেগে কাঁদিল জায়া—কহে 'মায়া' ধীরে,
ধারাবহে কমল নয়নে,—
"বজ্রাঘাতে ঝঞ্ঝাবাতে সাগরের নীরে,
ধেয়ে যাই তোমার বচনে।
তুমি প্রভু! আমি দাসী!, শ্রীচরণ অভিলাষী,
ঠেল' পায়—ক্ষতি তায়—নাহি কিছু লেশ!
ইহলোকে পতি তুমি—প্রাণান্তে প্রাণেশ!!"

(১৩)

দেহ প্রাণ করি পণ—শুশ্রূষার ফলে,
ক্রমে যুবা নীরোগ হইল!
পতিব্রতা সাধ্বী সতী—নয়নের জলে
পুণ্যবলে সকলি ফিরিল!!
সম্পদ, গৌরব যত, হ'য়েছিল অপহৃত,
বর্ষ না হইতে গত—আবার মিলিল।
ভগ্ন গৃহে ভাগ্যলক্ষ্মী—আবার হাসিল॥

নৃত্য-কলা।

(শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত)

আমরা যখন যে ভাবে থাকি, অঙ্গভঙ্গীও তদনুরূপ হইয়া থাকে। রাগের সময় অঙ্গের কাঠিন্য ও দ্রুতসঞ্চালন, বিরহে অঙ্গ অবসন্ন ও মৃদু-সঞ্চালিত, ঘৃণায় মুখবিকার ও তীব্রভঙ্গী ইত্যাদিরূপে ভাবভেদ অনুসারে অঙ্গক্রিয়াও সেই ভাবের অনুযায়িনী হইয়া থাকে। আনন্দে অঙ্গের ভাব, নৃত্যে পরিণত হয়। বাল্যকাল হইতে আমরা নৃত্য করিতে জানি। মাতার মুখ চাহিয়া আনন্দে মাতিয়া শিশু নাচিতে থাকে, বৃদ্ধাবস্থায় নাচের শক্তি থাকে না বলিয়া দেহনর্ত্তনেই হৃদয়ের আনন্দ-ভাব প্রকাশ পায়। শোকে যেমন অঙ্গের মালিন্য উপলব্ধি হয়, আনন্দে সেইরূপ অঙ্গ-সৌষ্ঠবের বিকাশ হয়। আনন্দহিল্লোলে ভাব যেমন হৃদয়ে দুলিতে থাকে, অঙ্গও সেইরূপ তরঙ্গায়িত হয়। ভাবের প্রভাবে পদবিক্ষেপের একটি নিয়মিত প্রবাহ দেখা যায়, তাহাই মার্জ্জিত হইয়া তালের সৃষ্টি। তালে তালে আনন্দ-মণ্ডনে সুন্দর অঙ্গ, দর্শকের চক্ষে দ্বিগুণ সুন্দর অনুভূত হয়। নাচের কৌশলে যে পরিমাণে সৌন্দর্য্য বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে দর্শক নাচের প্রশংসা করিয়া থাকে। নৃত্য মানবের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও এখন বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে। নৃত্য-বিদ্যায় কতকগুলি নিয়ম হইয়াছে, যে নিয়ম অবলম্বনে নাচের উদ্দেশ্য সফল হয়—অর্থাৎ অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দর প্রদর্শিত হয়। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কাহারও এই বিদ্যাশিক্ষায় হানি নাই। রীতিমত শিক্ষা না করিলেও স্বভাবসিদ্ধ আনন্দবৃত্তির প্রভাবে কতক শিখিবে। মনোহর কান্তি পুরুষকে যেমন নৃত্যের সময় আরও মনোহর দেখায়, রূপবতী

রমণীও সেইরূপ নাচিতে নাচিতে আরও মনোহারিণী হয়। নৃত্যকারিণী রমণী যদি দর্শকের মনে সুন্দর ছবি দিতে পারে, যদি সৌন্দর্য্যে বিমোহিত করে, হৃদয়ে আনন্দস্রোত ঢালে, তবে তাহার নৃত্য করা সার্থক।

নাচ দেখিবারও দৃষ্টি চাই, মধুকর মধু আকর্ষণ করে, কেন না, সে মধু আকর্ষণের শক্তি রাখে। সেইরূপ নৃত্য হইতে সেই নৃত্যের মাধুরী আকর্ষণ করিয়া হৃদয়কে আনন্দময় করিয়া তুলিতে শক্তির প্রয়োজন। সুন্দর সদাই সুন্দর ও মনোহর, তাহাতে ঘৃণার বস্তু কিছুই নাই; তথাপি অভ্যাসদোষে মনোহারিণী রমণী বলিতে সমাজ সঙ্কুচিত হন। অভাগিনী রঙ্গাঙ্গনারা এই সঙ্কোচপাকে পড়িয়াছে। যদি কেহ অসতর্কতা বশতঃ রঙ্গমহিলার গান শ্রবণে বা নৃত্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে মনোমোহিনী বলেন, তৎক্ষণাৎ সতর্ক বন্ধুর তীব্র পরিহাসে তাঁহাকে লজ্জিত হইতে হয়। কেননা, ঘৃণিতভাবে মত্ত থাকিয়া তাঁহাদের সতর্ক বন্ধুরা বোঝেন, মনোমোহিনী অতি ঘৃণিত কথা। নৃত্য-কৌশল শিখাইতে হইলে, শিক্ষককে অঙ্গসৌষ্ঠব-বিকাশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়; সুতরাং রঙ্গমহিলার ভাবভঙ্গী প্রদর্শনে সতর্ক-জিহ্বায় বাহিক বক্তৃতায় মহাদোষাকর হইয়া উঠে।

আপাততঃ অশ্লীল বলিয়া একটা কথার বড় জোর। নির্ম্মলচিত্ত পিতা-পিতামহের কাছে সেকালে অশ্লীল কথা ছিল না—এখনই কেবল অশ্লীলের প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ অশ্লীলবাদীরা যে সমস্ত কথা কন, যদি অশ্লীলকথার ফলে, হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তি জাগরিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যে কথাকে শ্লীলতাপূর্ণ বলেন, তাহার অর্দ্ধেক অশ্লীল! ময়ূর-পঙ্খীর ঢং-ঢাঙে যাহার মনে পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক না হয় ঐ কুৎসিতবেশা খড়ের-বাঁড়া-মস্তকে ধারিণী যাহার পাপ-তৃষা উদ্রেক করিতে পারে, শ্লীলতা অশ্লীলতার কথা তাহার নিকট উল্লেখ করা

নিষ্প্রয়োজন। তাহার যতি সর্ব্বদা সঙ্কটাপন্ন—তাহার সাবধান হওয়া উচিত।

পূর্ব্বে মহানবমীর দিন বাড়ীর আপামর বৃদ্ধ কর্ত্তা, ছেলে-ছোকরা লইয়া কাদামাটীতে আমোদ করিতেন। কিম্বদন্তী আছে, আমরা যাহাকে এখন অশ্লীল বলি, সেই অশ্লীলতাপূর্ণ পদ ভবানীভক্ত রাম-প্রসাদ গাহিয়াছিলেন। ভাবের প্রবাহে মহানবমী সঙ্গত গীতের চরণ সিদ্ধকবির কণ্ঠ হইতে বাহির হয়। পরে ভয় আসিল,—ভবানীসম্বন্ধে এমন কথা বাহির হইয়াছে। পদ পরিবর্ত্তিত হইয়া গাওয়া হইল—

"মা তারিণি গো শঙ্করী ভবানী তোমার নাম।"

ভাবের পদ ছিল—"মা তারিণি গো শঙ্কর ভিখারী তোমার না—।" শোনা যায়, পদ পরিবর্ত্তনে দৈববাণী হইয়াছিল,—"রামপ্রসাদ, আগে যা গাহিয়াছিলি—গা।"

উচ্চশিল্পামোদী ইয়ুরোপে সম্প্রতি একজন উচ্চ শিল্পকর কামের ছবি প্রস্তরে খোদিত করিয়াছেন। মূর্ত্তি একটী পরমা সুন্দরী রমণীর। রমণী নগ্না, কিন্তু হাব-ভাব এত ঘৃণার উদ্দীপক যে, সে মূর্ত্তি দর্শনে কাম-ভাব ব্যভিচারি-হৃদয় পরিত্যাগ করে। মূর্ত্তির প্রভাব দক্ষ ব্যক্তির দ্বারা এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি কোন নীচাশয় শবালিঙ্গনে সক্ষম হয়, মূর্ত্তি দর্শনে তাহারও মনে ঘৃণার সঞ্চার হইবে। আমরা সে মূর্ত্তি দেখি নাই; কিন্তু এরূপ ঘৃণিত মূর্ত্তি খোদিত করা সম্ভব, ইহা মেরী কোরেলীর পুস্তক পাঠে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। মেরী কোরেলী আশ্চর্য্য রমণী, আশ্চর্য্য প্রতিভার বলে, বাক্য-বিন্যাসের আশ্চর্য্য কৌশলপ্রভাবে পরমা সুন্দরীকে বিশ্ব-সুন্দরী অথচ ঘৃণিতা করিয়াছেন। "সরোজ অফ সেটান্," "ভেনডেটা," "ব্যারাব্বাস" প্রভৃতি পুস্তক জন-মনোমোহিনী মেরী কোরালির উল্লিখিত আশ্চর্য্য শক্তির প্রমাণ। আবার ব্যারাব্বাসে আর একটী অদ্ভুতশক্তি। যখন সুন্দরীরূপে রমণী বর্ণিতা

হইতেছে, তখন অতি ঘৃণ্য ; কিন্তু যখন দুঃখের মালিন্য আসিয়া পড়িল, তখন সেই রমণী অতি সুন্দরী পরমা সুন্দরী ; পরম সুন্দর যিশুর পায়ে প্রাণ দিয়াছে। এই সকল উচ্চপ্রতিভাশালী ব্যক্তি শ্লীলতা অশ্লীলতা বুঝাইতে সক্ষম। এমিলে জোলা একজন এই শ্রেণীর ব্যক্তি। রমণ বর্ণনা করিয়া কুৎসিত কার্য্যে বিদ্বেষভাবের আবির্ভাব করিয়াছেন। জোলা অশ্লীল নন, সকল ভাষায় তাঁহার গ্রন্থের অনুবাদ হয় এবং সকল সভ্যজাতি তাঁহার অদ্ভুতশক্তি স্বীকার করেন। শ্লীলতা, অশ্লীলতাপূর্ণ বাক্‌বিতণ্ডা কেবল শ্লীলতাশূন্য অপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করে।

সুন্দর নাচে অশ্লীলতা নাই। যাঁহারা নৃত্য ভাল বাসেন না, তাঁহাদের সহিত নাচের কথা চলে না। কিন্তু যাহাদের চক্ষে রমণীর সুন্দর নৃত্য দূষ্য বলিয়া জ্ঞান হয়, তাঁহারা যে পুরুষের সুন্দর সত্য দূষ্য জ্ঞান কেন না করেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহাদেরই কুলমহিলা দেখেন, সংকীর্ত্তনে মৃদঙ্গ-তালে নৃত্য করিতে করিতে উন্মত্ত পুরুষ শ্রেণী চলিয়াছে। সুন্দর সংকীর্ত্তনে সুন্দর নৃত্য হইলে, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব প্রকাশ পাইবে সন্দেহ নাই। তবে কেন তিনি তাঁহার কুলস্ত্রীকে সে দৃশ্য দেখিতে নিষেধ করেন না? যদি নিষেধ না করেন, তবে রঙ্গমহিলার নৃত্য কেন দূষ্য ধরেন? পুরুষ-সংকীর্ত্তনদলে যে ব্যভিচারী নাই, এমন নয় ; কেন ব্যভিচারী বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নৃত্য করে?—তবে তাহাতে দোষ নাই কেন? রঙ্গাঙ্গনে নৃত্য-শিক্ষকের সুকৌশলে মাধুরী স্ফূর্ত্তি পায় মাত্র। তবে ব্যভিচারিণীর অঙ্গস্ফূর্ত্তি দৃষ্টে মাধুরী আকর্ষণ করিতে জানিলে ব্যভিচারিণী বোধ থাকে না।

ইয়ুরোপে ত পুরুষ ও নারী মিলিয়া নৃত্য হইয়া থাকে। ভোজ আর (Ball) বল্, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষে নৃত্য, একই কথা। এই ভোজ ইয়ুরোপীয় জাতির মধ্যে প্রতিদিন হইয়া থাকে। বলিবেন, ইয়ুরোপের ও কেমন এক রকম প্রথা।

কিন্তু স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া ভারতবর্ষে সাঁওতালেরা নাচে। যদি কোন কুলাঙ্গনার প্রতি কোন ব্যভিচারী কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, অব্যভিচারী সাঁওতাল তখন এক কাঁড় বিধাইতে চায়। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া মাদলের তালে অপূর্ব্ব নৃত্য করে। চখের ভাব, মুখের ভাব, সুঠাম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বলিষ্ঠ দেহে সুন্দর রূপ বিকাশিত হইতে থাকে। যাহারা সাঁওতালকে কুৎসিত ভাবেন, সে নৃত্য-দৃশ্য দেখিলে অতি সুন্দর বলিবেন। "তাং থ্যাদড়-তাং থ্যাদড়" মাদল বাজিতেছে, স্ত্রী-পুরুষে নাচিতেছে; রঞ্জিত নয়নে, ঈর্ষ্যান্বিত পদসঞ্চালনে পরস্পর পরাজয় আশায় নৃত্য করিতেছে; ললাটে স্বেদবিন্দু, অলকা পবনে উড়িতেছে; অতি সুন্দর দৃশ্য—আনন্দ দৃশ্য!

হোরি উৎসবে হিন্দুস্থানে কুলবালারা নৃত্য করে। যেমন দেখিতে পান, হোরির সময় কলিকাতায় হিন্দুস্থানীরা রমণী দর্শনে ভাবহীন উন্মত্ততা প্রকাশ করিয়া মাতিয়া থাকে; সেইরূপ কুলস্ত্রীরা স্বামীর সমক্ষে, পিতার সমক্ষে, ভ্রাতার সমক্ষে, পুরুষ দর্শনে উত্তেজিতা হইয়া নৃত্য করে; সে নৃত্য অতি সুন্দর, হৃদয় মুগ্ধকর, কামগন্ধ তাহাতে নাই!

কাহারও মনে আপত্তি উঠিতে পারে যে কুলস্ত্রীর কথা স্বতন্ত্র, রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনা; এ দুয়ের তুলনা হইতে পারে না। সৌন্দর্য্য প্রদর্শন বারাঙ্গনার নিষেধ। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যের মনে তাহা হয় নাই। বারবিলাসিনীর কণ্ঠ-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন তাঁহার নিকট ঘৃণিত হয় নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, মন্দির-রক্ষিণী নায়ীকণ্ঠে উচ্চ হরিধ্বনি শ্রবণে কঠোর তিতিক্ষাব্রত সন্ন্যাসী, উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতেছিলেন। গোবিন্দদাস তাঁহাকে নিবারণ করেন। নারী-দর্শন সন্ন্যাসীর নিষেধ, এই নিমিত্ত তিনি নিবারিত হন। মন্দির-রক্ষিণীকে ঘৃণিতা জ্ঞানে নয়। তাহারা সুন্দর হরিধ্বনি করিতে পারে, সে হরি-

নাম কীর্ত্তনে ভাণ থাকিলে, হরিপ্রেম বিগলিত ভাণহীন মহাপ্রভুর কর্ণে কৃত্রিম স্বর প্রবেশ করিত। বেশ্যারও প্রাণ আছে, তাহারাও হরিপ্রেমে অধিকারিণী।

তিনি তাঁহার নাম বেশ্যাকেও উচ্চারণ করিতে দেন। নামের গুণে ভাণ ছুটিয়া যায়, বেশ্যার কণ্ঠও গৌরাঙ্গকে আকর্ষণ করে। বেশ্যারাও যে ভগবানের নামের অধিকারিণী, ইহা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সকলেই দেখিতে পাইবেন। বেশ্যার হস্তে চুড়া পরিবার নিমিত্ত প্রস্তর নির্ম্মিত রঙ্গলাল মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, ভক্তমালে প্রমাণ আছে। মন্দির-রক্ষিণীগণের মধ্যে প্রায় অনেকেই রঙ্গমহিলা হইতে পৃথক্ নন। এ সংসারে কেহ ধরা পড়ে, কেহ ধরা পড়ে না, এই মাত্র প্রভেদ!

বেশ্যা লইয়া আমাদের অভিনয় করিতে হয়, অনন্যোপায়; ইহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি এবং অনেকেই স্বীকার করেন। সভ্য প্রদেশও এইরূপ উপায়শূন্য, তাহাও অনেকে জানেন। তথাপি উচ্চ শিল্পের উন্নতিসাধন রঙ্গালয়ে হয়, ইহা প্রায়ই সকলে স্বীকার করেন। রঙ্গালয় উঠাইতে চান, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু রঙ্গালয়ের গুণ বর্ণনা করিয়া, বেশ্যার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বপ্নাচ্ছন্ন কল্পনাজগতে বিচরণ করেন, তাঁহাদের মনোভাব কখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

নাচের সৌন্দর্য্য বিকাশ-শক্তি, অপর শক্তি নহে। সৌন্দর্য্য বিকাশও সাধারণ শক্তি নয়। আমরা সকলেই সৌখিন, কোন ছবি দেখাইয়া "এই রেনাল্ডের অঙ্কিত ছবি" যদি কেহ বলিয়া দেয়, সৌখিন পুরুষেরা অম্‌নি বলেন—"বাঃ বাঃ!" ইঁহারা কোন্ প্রকারের সৌখিন তা জানেন? যাঁহাদের মুখে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার বিশেষ তর্ক! সেই চিত্রকর রেনাল্ডের কল্পনা জননী মিসেস্ সিডন্‌স্, অভিনয়-

কারিণী। উচ্চচেতা রেনাল্ডস্ মিসেস্ সিডানস্‌কে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। সেই উন্মত্ততায় শত শত মনোহারিণী মূর্ত্তি অঙ্কিত। রেনাল্ডস্ জানিতেন না, মিসেস্ সিডানস্ কে, তাঁহার চরিত্র কিরূপ? কেবল সুন্দর, অতি সুন্দর দেখিয়াছিলেন। সুন্দর প্রাণে সৌন্দর্য্য ধারণে রেণাল্ডস্ জগৎ বিখ্যাত। রেনাল্ডস্ ও মিসেস্ সিডানস্ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। মিসেস্ সিডানস্ সজ্জিতা হইয়া রঙ্গালয়ে অভিনয়ার্থে যাইতেছিলেন; উন্মত্ত রেনাল্ডস্ তাঁহার অশ্বের বল্গা ধরিলেন। ঈষৎ হাসিয়া মিসেস্ সিডানস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আমার অশ্বের বল্গা ধরিয়াছ?" রেনাল্ডস্ উত্তর করিলেন, "সুন্দরী, তোমায় দেখিবার জন্য।" "দেখ"—বলিয়া সজ্জিতা সিডান্‌স্ অশ্বযান হইতে নামিয়া চিত্রকরের সম্মুখিনী হইলেন। চিত্রকর ভাবে বিভোর হইয়া চলিয়া গেলেন। সিডান্‌সও কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন।

আমরা নাচের কথা কহিতেছি। নাচ যদি মাধুরীময়ী না হয়, তাহা হইলে নাচই নয়। উচ্চশিল্পসকলেরই চরম স্থানে গতি। গান-কবিত্ব যে আদর্শ লক্ষ্য করিয়াছে, নৃত্যেরও সেই লক্ষ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী কথা বলিব।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী অতি কঠোর যোগী ছিলেন। তিনি মহা-গৌরাঙ্গদ্বেষী; শ্লেষসূচক শ্লোক রচনা করিয়া গৌরাঙ্গকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কঠোর সন্ন্যাসী, ভাবের ধার ধারেন না। বৈষ্ণব-গ্রন্থে দেখিতে পাই, তিতিক্ষাশীল সন্ন্যাসী উপনিষৎ পড়িতেছিলেন। "সকলই মায়া" এই স্থির ধারণা হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য উপনিষৎ লইয়া শুষ্ক তর্কে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। বিশ্বত্যাগী বিশ্বেশ্বরের আবাসভূমি কাশীধামে বসিয়া "সোহং তত্ত্বে" নিবিষ্ট। সম্মুখে ভাবাবেশে গৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন! গৌরচন্দ্রের অঙ্গ-তরঙ্গে

শত শত চন্দ্র ঠিকরিয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে! চন্দ্র ঠিকরিতেছে, পুনঃ পুনঃ চন্দ্র ঠিকরিতেছে! গৌরচন্দ্রের অঙ্গসঞ্চালনে কোটী চন্দ্র কোটী কোটী জগৎ ব্যাপিতেছে! শুষ্ক সন্ন্যাসী উপনিষৎপাঠে রত; পাঠ ছাড়িয়া চাহিলেন; আবার পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সংজ্ঞা হইলেই দেখেন, পাঠ করিতেছেন না, নৃত্য দেখিতেছেন। গৌরচন্দ্রের নৃত্য! গৌরাঙ্গ নাচিতেছে, গান নাই, কথা নাই! ভাবাবেশে, সন্ন্যাসিবেশে গৌর নাচিতেছে! সন্ন্যাসী দেখিতেছে; তাহার উপায় নাই, দেখিতেছে। সৌন্দর্য্যে প্রাণ-মন সাগরজলের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত, উপায় নাই, কেবলই দেখিতেছে! অজ্ঞাতভাবে ক্রমে দেখা প্রবল হইয়া উঠিল। ধীর সন্ন্যাসী এইবার অতি চঞ্চল। চাঞ্চল্য নিবারণে প্রাণপণ চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর না; সন্ন্যাসী ছুটিল, প্রাণপণে ছুটিল; গৌরচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিল, কে জানে কেন! নৃত্যের প্রভাব এই; নৃত্য পরমানন্দদায়ক।

রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না দেখিলে আমরা এ কথা প্রত্যয় করিতাম না। কঠোর তিতিক্ষাশালী প্রকাশানন্দ যে, গৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, এ কথা প্রত্যয় করিতে পারিতাম না। কিন্তু প্রত্যয় করিতে বাধ্য, আমরা যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নৃত্য দেখিয়াছি! "নদে টল মল টল মল করে" মৃদঙ্গ তালে গান হইতেছে; রামকৃষ্ণ নাচিতেছেন; যে ভাগ্যবান্ দেখিয়াছেন,—আমরা দর্শন করিয়াছি, আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করি,—যে ভাগ্যবান্ দেখিয়াছেন, তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, ভাব-প্রভাবে পৃথিবী টলটলায়মানা! কেবল নদে টল্ টল্ করিতেছে না সমস্তই টলটলায়মানা! যে সে নাচ দেখিয়াছে, তৎসময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। নাচের এতদূর শক্তি! সৌন্দর্য্য যে তাহার ভিত্তি! পরম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার যিনি উচ্চ আশা রাখেন, তাঁহাকে

সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে হইবে—নিশ্চয়। কুৎসিত রঙ্গালয়ে কুৎসিত বেশ্যার যদি নৃত্য-ভাবের সৌন্দর্য্য থাকে, তাহাও উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আকৃষ্টমনে উপেক্ষা নাই; সৌন্দর্য্যে যিনি অনাকৃষ্ট, তাহার কৃষ্ণ লাভ হয় না।

কলের পুতুল।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ দৃশ্য।

গঙ্গারামের শ্বশুরালয়—শয়নকক্ষ।

কাঞ্চমণি।

কা। এখনও কি করছে দেখ দিকি!—বলে দিলুম—চুপি চুপি এক সের রাবড়ী কিনে আন্‌তে—কোথা থেকে মাতাল লক্ষীছাড়া জুটে হৈ হৈ করে গোলমাল করে—বাড়ীতে লোককে জাগিয়ে দিলে! —ঐ যে আস্‌ছে—(লেপমুড়ী দিয়া শয়ন)।

(রাবড়ী ভাঁড় হস্তে গঙ্গারামের প্রবেশ)

গ। (স্বঃ) রাম রাম! কি বিভ্রাটই ঘটেছিল—কোথা থেকে ছেলে ব্যাটা এসে জুটে একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়ে গেল! সে ব্যাটার হাত থেকে যদিও বা নিষ্কৃতি পেলুম—তো শালার ঘরের দুশালার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া দায় হয়ে উঠেছিল আর কি! এক ভাঁড় রাবড়ী দেখে—দুশালা যেন বেরালের মতন ছোঁক ছোঁক কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে! বলে—"আমাদের দুজনকে একটু একটু দাও!"

আরে বাপুরে—"গোটে একটা সের রাবড়ী—এ থেকে ত দুশালাদের দিলে থাক্‌বে কি গা। এই যে প্রাণেশ্বরী কান্তমণি রাবড়ী ভাবতে ভাব্‌তে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাজার হোক্ ছেলে মানুষ কিনা! ডাকি—(প্রঃ) ও কান্ত—কান্তমণি! ওগো—বলি—হ্যাঁগা—শুন্‌ছ? বলি ঘুমুলে? ওঠোনা—শুন্‌ছ! রাবড়ী এনেছি—

কা। যাও—

গ। রাগ কল্লে নাকি? একটু দেরী হয়ে গেছে—অনেকটা পথ—এই শীতে বুড়ো মানুষ তাড়াতাড়ী তো যেতে পারিনি!—তা—এখন ওঠো—রাব্‌ড়ীটুকু খেয়ে ফেল—

কা। না—আমি খাব না।

গ। বলি—লেপ্‌টা খোলোনা! হাঁপিয়ে উঠ্‌বে যে—লক্ষীটী—ওঠো—আমার মাথা খাও—

কা। (উঠিয়া বসিয়া) ফের যদি আমায় জ্বালাতন কর—তো তোমায় রাব্‌ড়ীশুদ্ধ লাথি মেরে ঘর থেকে দূর করে দেবো—

গ। ওগো—আমার বাপ চোদ্দপুরুষের ঝকুমারী হয়েছে। আর কখনো এমন দেরী হবেনা! এই নাক কান মল্‌ছি—এই তোমার পায়ে ধচ্ছি (পদধারণ)

কা। (সজোরে পা ছাড়াইয়া লওন) দূরহ মুখপোড়া—আমার পা ছুঁতে হবে না—আমি মার কাছে গিয়ে শুইগে।

গ। মার কাছে শোবে? এঁ্যা—না—না—ও কান্ত! তাহলে আমার দশা কি হবে? আমি যে একলা শুতে পরিনি কান্ত! আমার যে বড় পেত্নীর ভয় করে! ও কান্ত—তুমি যা বলবে আমি তাই কোর্ব্বো—ও কান্ত—ওরে বাবা—ওমা—গেলুম যে।

কা। চুপ্ কর—আর ন্যাকামি কর্ত্তে হবে না!—দাও—রাব্‌ড়ীর ভাঁড়টা দাও—ওঘরে রেখে আসি।

গ। নাও—নাও—ও ঘরে গিয়ে কাজ কি ?

কা। আমি কি এখন খাব নাকি ? ওঘরে রাখ্‌তে যাচ্ছি—ওমা—এত কম কেন ? তুমি খেয়েছ বুঝি।

গ। এঁ্যা—আমি—আমি খাব ? তোমার জিনিষ—তোমাকে না দিয়ে লুকিয়ে খাব ? ভোগের আগে পেসাদ ?

কা। হ্যাঁ খেয়েছ ! দেখি—তোমার মুখ শুঁকে দেখি—তোমার গোঁপ দেখি।

গ। তোমার ভায়েদের নজরে নজরে বোধ হয় খানিকটা কমে গেছে !

কা। আহা—দাদারা খেতে চেয়েছে—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে রইলে—তাদের খাওয়ালে না ?

গ। তা দাও—একটু একটু দিয়ে আসি !

কা। যাইরি ? এই থেকে দোবো ? একসের আমারই কুলোবে না —এ থেকে আবার বখ্‌রা দেবো ?

গ। তাহ'লে কাল সকালেই এনে দোবো—কি বল ?

কা। কাল সকালে ? আহা—ছেলেমানুষরা খেতে চেয়েছে—সমস্ত রাত আশা করে শুয়ে থাক্‌বে তুমি কি রকম বলত ? যাও এখুনি ছুটে যাও—যাও—শিগ্‌গির যাও।

গ। এই রাত্তির দুপুর বেজে গেল—এখন আর এই শীতে।

কা। বটে—বড় যে সুখের প্রাণ হয়েছে দেখ্‌ছি। যদি ভাল চাও —যদি আমায় চাও।

গ। না—না—যাচ্ছি—এখুনি যাচ্ছি ! তুমি রাগ ক'রনা কান্ত। এই যাচ্ছি—যাচ্ছি।

কা। আমি একবার মার কাছ থেকে আসছি—তুমি এখুনি যাও—

(কান্তমনির মাতা ও হীরেলাল, বিহারীর প্রবেশ।)

হী। ও বোনাই বাবু!

বি। কই রাবড়ী দিলে না।

গ। এঁ্যা—দিচ্ছি—দিচ্ছি।

কা মা। তোদের কি একটু তর সয়না বাছা! শুন্‌লি তো বাছা নিজে আন্‌তে যাচ্ছে—অত তাড়াতাড়ী ক'র্লে কি চলে?

গ। না—মা—আমি এখুনিই যাচ্ছি—এখন দোকান খোলা পেলে হয়।

কা মা। তা—যদি বন্ধ করে থাকে—দোকানীদের ডাক্‌লে তারা খোদ্দের বুঝলেই সাড়া দেবে।

গ। তাহ'লে আপনার জন্তেও সের দুই আনি—কি বলেন মা?

কা মা। আমার জন্তে? আমি—আমি এত রাত্রে কি খেতে পার্ব্ব? তা—যাচ্চ যখন বাছা—কান্ত বড় রসগোল্লা খেতে ভাল বাসে—সেরটাক্ পাওতো এনোনা।

হী। বোনাই বাবু—মা কেবল কান্ত—কান্ত করেই গেল—আমাদের কথা কেউ একবার বলেনা।

বি। দাদা—এবার মরে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাব—আর বোনাই বাবুকে বিয়ে কর্ব্ব।

কা মা। ছেলেমানুষ—কি বল্‌তে কি বলে! তোদের ভাবনা কি বাবা!—তোরাও যে—আমার গঙ্গারাম সে—

গ। তা বইকি মা—আমিও আপনার ছোট ছেলে বইত নয়—

কা মা। আর একটা কথা ব'ল্‌ছিলুম কি বাবা—কান্তর শরীর অনেক দিন থেকে—বিশেষতঃ—তোমাদের পোড়া সংসারে খেটে খেটে বড় খারাপ হয়েছে! ডাক্তার সেদিন বলে গেল—একটু হাওয়া খাওয়ালে বেশ শরীরটাও শুধ্‌রে যায়—গায়ে একটু শক্তি লাগে—

গ। এখুনি—এখুনি—আমিও তাই বোলবো বোলবো মনে ভাবছিলুম—

কা মা। তাহলে হরিদ্বার শুনিছি বেশ জায়গা—সেইখেনেই সকলে যাই, কি বল বাবা ?

গ। এখুনি—এখুনি! সেদিন কান্তর কাছে আমি তিনশো টাকা রেখেছি—আপনি তো পেয়েছেন।

কা মা। হাঁ—তাইতেই কষ্টে সৃষ্টে আমার তীর্থধর্ম্মও হবে—কান্তরও হাওয়া খাওয়া হবে।

গ। বেশতো বেশতো! সেতো ভাল কথাই।

কা মা। আর তুমি যখন বাড়ীতে রইলে—তখন আমার আর বাড়ী আগ্‌লাবার ভাবনা কি? আমি নিশ্চিন্ত হয়ে দুমাসের জায়গায় ছ'মাস ঘুরে আসতে পারি।

গ। তা—তা—তা—আমি এখানে থাক্‌ব? আপনাদের নিয়ে যাবে কে?

হী। সে আমার ছোট মামার সঙ্গে সব ঠিকঠাক্ হ'য়ে গেছে।

বি। তা তোমায় ভাব্‌তে হবে না বোনাই বাবু। তুমি মজা কর—একলা বাড়ীতে থাক!—আপনি রাঁধ—বাড়ো—খাও—খুব ফূর্ত্তি কর—কেউ কিছুই বলবে না।

গ। এখানে এসে যা ফূর্ত্তি পাচ্ছি দাদা—এর চেয়ে বেশী ফূর্ত্তি কল্লে—আমার ধাতে সইবে কি?

কা মা। যাও বাবা—তোমায় আর দেরী করাবো না—অনেকটা পথ যেতে হবে তোমার—একে শীতকালের রাত্তির।

গ। আপনাদের কাজ কর্ত্তে যাচ্ছি—আমার গায়ে বসন্তের হাওয়া লাগবে না—ভাব্‌ছেন কেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দরদালান।

নয়নকুমার এবং কমলার প্রবেশ।

নয়ন। আর আমাকে ব'লতে হবেনা! আমি প্রথমটা বাস্তবিক ঠাট্টা মনে করেছিলুম। এখন আমার বেশ চোক খুলেছে।

কমল। এখন তো খুলেছে—আবার ভায়ের মুখ দেখ্‌লেই হয় তো চোখ্ বুজে আস্‌বে।

নয়ন। কি বল্‌ছ কমলা? আমি কি এত আহাম্মক? যাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি—সেই ভাই কিনা মনে মনে আমাকে এত অবিশ্বাস করে—সে কিনা আমাকে এতটা মন্দকারী ঠাওরায়?

কমল। ছোটবৌ তো স্পষ্ট মুখের ওপোর বল্লে—"বট্‌ঠাকুর মিট্‌মিটে ডান,—ছেলে খাবার রাক্ষস! মিষ্টি কথায় ভাইকে ভুলিয়ে ভেতোরে ভেতোরে সব ফাঁক করে দিচ্ছে!"

নয়ন। না—আর নয়! ঝগড়া বিবাদ কেলেঙ্কারী না করে—মনে মনে এইবেলা পাওনাগণ্ডা যে যার বুঝে নেওয়াই ভাল।

ক। তা আর একবার করে বল্‌তে? নইলে এর পর তোমাকে "চোর" বদ্‌নাম পেতে হবে।

নয়ন। ছি—ছি—চয়ন এমন হবে—তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না! আমি কখনো ওর মুখে যে একটা হঠাৎ অন্যায় কথা শুনিনে।

ক। তুমি শোননি—তোমার বরাৎ ভাল! আমি আজকাল রোজই শুন্‌ছি! কথায় কথায় আমাকে আজকাল টিট্‌কিরী মারে—"বাড়ীর বড়বৌ না হলে গতর বাড়ে না"—শুনে লজ্জায় ঘেন্নায় মরি।

নয়ন। যাক্—আর বোলোনা—আর শুনতে পারি না! আজই আমি এর ব্যবস্থা কচ্ছি!

ক। ব্যবস্থা না কর—তোমারই ক্ষতি। পরে ভুগ্‌বে। আমি তো ব'লে খালাস হ'লুম। রোজ রোজ কি আর ঐ সব কথা বলে তোমাকে কষ্ট দোবো? তা দোবোনা! আমি বল্‌তুম না—তবে নাকি ক্রমে বড়ই অসহ্য হয়ে উঠল—তাই একবার বলে ফেল্লুম।

নয়ন। আমি যাই—মুখহাত ধুইগে! হা ভগবান—যা চিরদিন ভয় কর্ত্তুম—সত্যিই তাই হ'ল?

[নয়নের প্রস্থান।

কম। আমার পালা আমিতো গাইলুম! কিন্তু এখনও বিশ্বাস নেই। অনেকটা বাগিয়ে এনেছি—দেখা যাক্—কি হয়! ছোট বৌ ছেলেমানুষ! ওকি এতটা ঢং কর্ত্তে পার্ব্বে? ঐ যে উঠেছে।

[প্রস্থান।

(চয়নকুমার ও অমলার প্রবেশ।)

চয়ন। দাদা আছেন—দাদাই আছেন—তাব'লে ভাদ্রবৌকে চোর বলেন—এত বড় কথা?

অ। শুধু চোর? বলেন "ছিঁচ্‌কে চোর"। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে সংসারের চাল ডাল চুরী করে বাপের বাড়ী পাঠাই। ছি—ছি—এমন অপবাদ? আমি কালই আফিং খাব! আফিং না জোটে গলার দড়ীতো কেউ ঘোচায়নি!

চয়ন। ছি—ছি—এতকাল মিছে ভালবাসায় ভুলিয়ে রেখেছিল? আমি এতকাল তবে অন্ধ হয়েছিলুম?

অ। ছিলেই তো! দিদি সেদিন আমার সঙ্গে কি ঝগ্‌ড়া কল্লে—বল্লে যে—"হ্যাঁ—উনি স্বচক্ষে দেখেছেন—ঠাকুরপো মদের বোতল বগলে করে—মাগীর বাড়ী ঢুক্‌ছে।"

চয়ন। আমি? আমি? উঃ—আমি?

অ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি নয়তো কি আমি?

চন্দ্র। ব্যস্—ব্যস্ আর বেশী বোলোনা আমি ক্ষেপে যাব—পাগল হয়ে লাফাতে থাক্‌ব! হাতোর বড় বৌয়ের নিকুচি করেছে—হাতোর বড় ভাই—কচুর বড় ভাই—দিক্ এখুনি আমাদের সম্পত্তি বুঝিয়ে দিক্—

অ। তা আমার কাছে তুড়িলাফ্ খেলে কি হবে—ঐ রকম বড় ভায়ের কাছে কর্ত্তে পার—যে—আখেরে ভাল হবে—নইলে তোমার অশেষ দুর্গতি আছে—বুঝ্‌লে—

চ। আলবৎ কর্ত্তে হবে! না করিতো আমি শালা! আমার বাবার বিষয়—তা জান? বড় ভাই—বড় ভাজের আমি কি ধার ধারি বলত?

অ। ঐ বুঝি—বটঠাকুর আস্‌ছেন—দেখো খুব সাবধান! আমি দরজার আড়ালে রইলুম—(অমলার প্রস্থান)

চ। কিসের ভয়! উঃ—আমাকে মাতাল—রেঁড়েল বলে বড় ভাই? ভাদ্র বৌকে ছিঁচকে চোর বলে? ভারী ভালবাসা রে—

(নয়নের প্রবেশ)

নয়। এই যে চন্দন উঠেছ—তোমাকে খুঁজছিলুম আমি! এ সব কি শুন্‌ছি—

চ। শোনাশুনি কি আবার! সত্যি যা তাই শুন্‌ছ! চিরদিন কথা ছাপা থাকে?

ন। এঁ্যা—সত্যি? সত্যিই তোমার এতদূর ভেতরে ভেতরে হয়েছিল?

চ। তোমারই বা কি কম হয়েছিল? এতদিন কেবল শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি হ'চ্ছিল—বইতো নয়—

ন। বাঃ বাঃ—ভায়ের মত ভাই বটে তুমি—

চ। দাদার মত দাদা বটে তুমি—

ন। বেশ আর কথায় কাজ কি? চল—এখুনিই সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দি—

চ। যা তা বোঝালে চল্‌বে না—উকীল ডাকাই—পাকাপাকী রকম ব্যবস্থা হোক্—

ন। সে তো নিশ্চয়ই—নইলে আগুনের শেষ রাখ্‌বে কে বল?

চ। আমি সিধু বাবুকে ডাক্‌তে পাঠাই—

ন। আমিও গৌর বাবুর কাছে যাই—

(উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য।

বহির্ব্বাটী—নফ্‌রা ও ঝি।

ন। ওরে ওরে অ মাগী—তুই কোন্ দিকে—তুই কোন্ দিকে—

ঝি। ওরে মিন্সে তুই কোন্ দিকে আগে বল্!

ন। আমি বড়র দিকে যাব—

ঝি। আমি তো বড়র দিকে গিয়ে বসে আছি—

ন। আচ্ছা তাই থাক্—আমি ছোটর দিকে নির্ব্বাটে থাকব—

ঝি। এঁ্যা ছোটর দিকে—ছোটর দিকে তুই থাক্‌বি? ছোটর দিকই ভাল—না? আমি—আমি তবে ছোটর দিকেই চল্লাম—

ন। তাই যা-না মাগী—তুই ছোটর দিকেই যা-না—একটা দিকে গিয়ে ঢোক—আমি তার উল্‌টো দিকে গিয়ে হাত পা মেলিয়ে ছুটো হাঁফ ছেড়ে বাঁচি—

ঝি। ওরে সর্ব্বনেশে—তুই আমাকে লোভ দেখিয়ে বড়র দিক থেকে তাড়াবি? আমি বড়র দিকেও থাক্‌বো, ছোটোর দিকেও থাক্‌বো—

ন। বড়ত ঝাঁ্যাটা মেরে তোকে তাড়াবে—ছোটও পয়জায় মেরে তোকে তাড়াবে—

ঝি। কি বল্লি মুখপোড়া—আমাকে ঝাঁ্যাটা? আমিই তোকে আজ ঝাঁ্যাটা মেরে তাড়াব?

ন। আর আমি তোকে অমনি ছাড়ব? তুইও ঝাঁ্যাটা ধরেছিস্ আর আমিও এই ছেঁড়া চটী ধরলুম। আও—চলা আও আগে—

ঝি। বটেরে হাড়হাবাতে আমায় জুতো মারবি? আজ তোকে খেংরে বিষ ঝেড়ে দোবো—

ন। তোকে জুতিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দোবো—

(সিদ্ধেশ্বর ও গৌরমোহন এ্যাটর্ণীদ্বয়ের প্রবেশ)

সি। একি? একি? সিভিল না ক্রিমিন্তাল্? তা—হাতাহাতি কেন? ঝাঁ্যাটা জুতো কেন? মাম্‌লা করনা—মাম্‌লা করনা—

গৌ। আমি এ্যাটর্ণীগিরিও করি—পুলীশ কোর্টেও practice করি। কি কেস্ আমায় বলনা—আমায় বলনা—

ন। এরা আবার কারা রে বাবু?

ঝি। কে গা তোমরা সং সেজে এসেছ?

সি। আমরা সং নই—সং নই। পয়সা অভাবে সংএর মতন দেখাচ্ছে বটে! আমরা attorney-at-law—Solicitor!

ন। সোলার সেতার নিয়ে আমরা কি কর্ব্ব? যাও—যাও—

গৌ। না-না—আমরা উকীল—

ঝি। ও বাবা—মাথার উকুনের জালায় মচ্ছি, তোমরা আবার উকুন কোত্থেকে এলে গো?

সি। Damn silly woman! তোমরা মকদ্দমা কোর্ব্বে?

উভয়ে। কিসের?

গৌ। এই যার ঝগড়া ক'চ্ছ?

ন। তা আমরা ঝগড়া করি না করি—তোমাদের কি ?

ঝি। কেন গো—তোমরা কি শকুনি নাকি ? ঝগড়া মারামারি কাটাকাটী ক'রে মলে—মড়া খাবে নাকি ?

সি। Femaleটা intelligent আছে—অনেকটা বুঝেছে !

ন। আমাদের ঝগড়ায় তোমাদের নোলা বাড়াতে হবেনা—যাও যাও—ও রকম ঝগড়া আমাদের দিনে ৩৬ বার হচ্ছে।

গৌ। oh—I see—এটা Love affair!

ঝি। কোথা থেকে ছুটো সং এলো—মিন্‌সেকে ঝ্যাঁটাটা লাগিঁয়েও লাগাতে পারলুম না।

(ঝিয়ের প্রস্থান।

ন। কোথা থেকে তোমরা এসে জুটে পড়লে—হাতের জুতো হাতেই রইল—

[নফরার প্রস্থান।

সি। (উচ্চৈস্বরে) নয়ন বাবু! বাড়ী আছেন কি ?

গৌ। (") চয়ন বাবু! ঘরে আছেন কি !

(নদের চাঁদের প্রবেশ)

নদে। একি বাবা! অমন সোণার সংসারে জোড়া ঘুঘু কে ছেড়ে দিলে বাপ! কি বাবা—গাম্‌লা ঢাকা শাম্‌লাচাঁদ! এ ভিটেতে কদ্দিন আনাগোনা কোচ্ছো ? এঁদেরও কি "রামনাম সত্য হায়" হয়ে এসেছে নাকি ?

সি। কাকে কি বলছেন ?

ন। এখানে তোমরা দুটী জলজলে মানিক ছাড়া—আর তো কই নজরে কিছু ঠেকছেনা বাবা—বলছিলুম কি—এমন পুণ্যের সংসারে পাপ সেঁধুলো কদ্দিন ?

গৌ। আপনি কি আমাদের ঠাওর কর্ত্তে পাচ্ছেন না? আমরা Attorney! Clientএর বাড়ীতে business purposeএ এসেছি—

ন। বেশ করেছ বাবা! আমি কি বল্‌ছি যে তোমরা নবদ্বীপের তর্কপঞ্চানন মশাই—এদের বিগ্রহের মাথায় তুলসী দিতে এসেছ?

সি। বাজে কথা আপনার শুন্‌তে চাই না। আপনার যদি কিছু মকদ্দমা থাকে—বলুন—নইলে অন্য কথায় attend করে আমার valuable time নষ্ট করতে পারি না—

ন। আছে বাবা মকদ্দমা আছে!

উভয়ে। কি কি বলুন বলুন!

ন। আমার অবলা পিতৃহরণ হয়েছে—

উভয়ে। সেকি?

ন। কি আবার! আমার বাবাকে চুরী করেছে?

সি। Theft case? কে চুরী কল্লে?

গৌ। চোরের কোন সন্ধান পেয়েছেন? Policeএ diary করে এসেছেন।

ন। না এখনও করা হয়নি! তোমরা সে ভারটা নাওনা বাবা।

সি। কে চুরী করেছে—জানো?

ন। হ্যাঁ! আমার বাবার তেজপক্ষের য্যাগ্‌!

গৌ। বামাল রেখেছে কোথায় সন্ধান পেয়েছেন?

ন। নিজের আঁচলে!

সি। কি কি বামাল—list করে দিতে পারেন?

ন। পারি! দুটো হাত, দুটো পা—একটা চোক্ (ব্যাটা বড় একচোখো কিনা) এক জোড়া গোঁফ—

গৌ।—Oh—you drunkard—আমাদের সঙ্গে চালাকী হচ্ছে—

ন। বলি এদের কি বাধিয়েছ? কাজ বাগিয়েছ? ভায়ে ভায়ে গোঁটা চালাচ্ছে নাকি?

সি। তা আমরা কি জানি? Partition suit হবে শুনলুম, শুনেই দুজনে হাজির হয়েছি—

ন। বেশ করেছ বাবা জোঁকচুড়ামণিরা! রক্ত খাওয়াই তোমাদের পেশা—তোমরা ছাড়বে কেন বাবা?

(নয়ন ও চয়নের প্রবেশ)

নয়। এই যে সিধু বাবু—আপনি এসেছেন!

চয়। এই যে গৌর বাবু—আপনি হাজির—

সি। আমাদের ডাকলেই আমরা "তু" করে ছুটে আসব—

গৌ। I am always at your service!

নদে। আমিও এদের ন্যাজ ধরে হাজীর হয়েছি!

নয়। একি—নদের চাঁদ যে? এস এস—ব'স—আমি একটু ব্যস্ত আছি—

চয়। নদের চাঁদ! ইচ্ছে হয়তো তুমি আমার কাছে আসতে পার—

ন-চা। বাবা! মাম্‌লাওলারা! এদের তো সব বখরা করে দিচ্ছ—ঐ সঙ্গে ওদের এই moveable property টাকেও দুভাগ সমান করে দুভাইকে দাওতো বাবা! তা থেকে তোমরাও একটু একটু নিজেদের জন্যে রেখো—

নয়। যাও যাও নদের চাঁদ—বাড়ীর ভেতোর তোমার ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করগে যাও—চলুন সিধু বাবু—

চ। আসুন গৌর বাবু—আর দেরী কর্ব্বেন না—

[নদেরচাঁদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ন-চাঁ। কি রকমটা হ'ল বাবা! নগা-থগার হাওয়াটা কি এদের

গায়ে লাগল নাকি? না বাবা—ব্যাপারটা কি জানতে হচ্ছে! আগে তো এ'দুই শালা জোঁককে তাড়াই! এমন সোণার লঙ্কা—বাঁদরে ছারখার কর্ব্বে—তাতো সইবেনা বাবা!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রান্নাবাড়ী।

কমলা, অমলা ও বামুনদিদি।

বা-দি। কেমন—হেরেছ তো?

ক। খুব হেরেছি! তুমি একটু পায়ের ধুলো দাও বামুন দিদি! তোমার নাতির জন্যে একটা কম্ফর্টার কি? আমি দশটা বুনে দেবো।

অ। আমি এক কুড়ী টুপি বুনে দেবো! ওমা ছি—ছি—পুরুষ গুলো সব এমন—ছি—ছি!

বা-দি। আর কাজ নেই! এদিকে রান্নাবান্নাও সব হয়ে এল!

ক। বামুন দিদি! তোমার হাড় তো এখনো খুব শক্ত আছে! একটা যজ্ঞির রান্না একা রেঁধে ফেল্লে।

বা-দি। আমোদে রেঁধে ফেলেছি ভাই?

ক। ওরা দুভাই ঠাওরেছেন আজ আর রান্নাবান্না কিছুই হবেনা।

অ। আমাকে তোমার দেওর বলেছে—আজ চিঁড়ের ফলার কর্ব্ব।

বা-দি। এক কাঁদি কলা কিনে এনে রেখেছিস্! যাক্ এই বেলা দুভাইকে ডেকে—নাকে কানে খৎ দেওয়াই—কি বলিস্!

ক। থাকুন।—রান্না বান্না সব হয়ে যাক্‌না—এর মধ্যে তো আর বিষয় ভাগ হয়ে যাবে না।

অ। উকীলরা এসে অন্দরে খুব হাত পা নাড়ছে—মনে কচ্ছে খুব দাঁও মেরেছি।

ক। চল্—ছোট বৌ—ঠাকুর ঘর থেকে হয়ে আসি।

(গঙ্গারামের মাতার প্রবেশ)

গ। ওবৌমা। আমার নন্দেরচাঁদ এসেছে। আহা বাছা আমার আজ এসেপড়েছে—বেশ ভালই হয়েছে। তা—হ্যাঁলা—নয়ন চয়ন কোথা গেল? এখনও খেলে না? আজ একটীবারও বাড়ীর ভেতর আসেনি?

বা-দি। কাজে ব্যস্ত আছে মা—তাই আসেনি। তুমি একবার বাইরে গিয়ে বলনা—যে বৌমারা বল্‌ছে—বেলা হ'ল—শিগ্‌গির খাওয়া দাওয়া করে নাও।

গ। যাই—আমার নন্দেরচাঁদের কাছে যাই—ওকে একবার গঙ্গারামের শ্বশুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিই—দেখি যদি হতভাগা আসে।

[গঙ্গারামের মাতার প্রস্থান।

বা-দি। তোরা আর বেলা করিস্‌নি—এই বেলা—যা—ঠাকুরঘর থেকে সেরে আয়—আমি দেখি ওরা বারবাড়ীতে কি কচ্ছে—

অ। চল দিদি যাই। [সকলের প্রস্থান।

(চয়নের প্রবেশ)

চ। এঁ্যা—কি ব্যাপার! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি নাকি? এরা দুই বৌয়ে মতলব করে এই কাণ্ডটা কল্লে নাকি? হ্যাঁ—তাইত—আড়াল থেকে যা শুন্‌লুম—সত্যিইতো তাতে তাই বোঝাচ্ছে! ছি—ছি—ছি—আমার যে দেশ ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে হ'চ্ছে—কি কল্লুম—না বুঝে সুঝেই হঁা করে—দাদার সঙ্গে এইরকম কুব্যবহার করে ফেল্‌লুম! কিন্তু বৌয়েদের ভারি অন্যায়! এরকম চালাকীও করে—

এমন পরধও করে? আগে তো উকীল ব্যাটাকে ভিটে ছাড়া করি—draft কাগজ লেখাপড়া পুড়িয়ে ফেলি।

[চয়নের প্রস্থান।

(নয়নের প্রবেশ)

নয়। ঠাকুরঘরে বৌয়েরা সব হেসে হেসে কি বলাবলি কচ্ছে? এঁ্যা—কি সর্ব্বনাশ! আমাদের নিয়ে এমন বাঁদরটা নাচালে? এসব সাজানো ব্যাপার! বাড়ীতে মেয়েরা Part rehearsal দিয়ে "সরলা" নাটকের অভিনয় কল্লে? ছি—ছি—আমরা দুভাই এমন বেকুব? আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?

(চয়নকে ধরিয়া বামুনদিদি ও কমলার প্রবেশ)

বা-দি। পালাবি কোথায়রে শালা? মুখ খোল্ মুখ্ খোল্! বড়বৌ—তুই ওই বড় শালাকে পাকড়া।

ক। (নয়নকে ধরিয়া) কি মাতব্বর! ঘাড় হেঁট করে পালাচ্ছ কোথায়? বিষয় ভাগ করে নাও, ভায়ে ভায়ে ভেন্ন হও।

ন। এ তোমাদের বড় অন্যায়! আমরা সরল প্রাণে কি কল্পে তোমাদের মারপ্যাঁচ্ বুঝবো বল।

ক। আবার আমাদের দোষ দিচ্ছ? মুখ নেড়ে কথা কইতে লজ্জা করেনা?

বা-দি। আমি এ শালার কান ম'লছি—বড়বৌ তুই ও শালার কান ধরে বেশ ক'রে পাক্ দেতো!

চ। দাদা—বেকুবি যা কর্ত্তায় দুভায়ে হদ্দ করেছি—আর কথায় কাজ নেই—চেপে যাও! ওরা মারুক্—কাটুক—গারদে দিক্—আর কথাটি কোয়োনা।

বা-দি। তা হবেনা! সাজা নিতেই হবে! বড়বৌ তুই কান মল্‌তে পাল্লিনা!

ক। আমি ছোটটার কান মলে দিচ্ছি। বড় হাজার হোক্—বয়সে বড়—তার স্বামী—সেটা ভাল দেখায় কি ?

ন। তা হয়ে যাক্ না—আর আপ্‌শোস্ থাকে কেন ?

বা-দি। আমি দুহাতে দুজনকার কাণ মলে দিচ্ছি—ছোটবৌ শাঁখটা বাজাতো না।

(দুহাতে দুইভায়ের কর্ণধারণ)

ক। "রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে"—

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

বা-দি। কেমন—এখন স্বীকার কল্লে—তোমরা কিছুই নও—স্ত্রীর হাতেই তোমাদের সব। একটু শিক্ষা হ'ল ত ?

নয়ন। খুব শিক্ষা হয়েছে। হাড়ে হাড়ে বুঝেছি—আমাদের নিজেদের কোন সামর্থ্য নেই—আমরা সবাই স্ত্রীর হাতের "কলের পুতুল।"

চ। বামুন দিদি—এইবার ভাত বাড়বে কি ?

ক। চল ঠাকুরপো আগে একটু মিষ্টিমুখ কর্ব্বে।

[সকলের প্রস্থান।

(নফ্‌রা ও খাঁদির প্রবেশ)

নফ্। ওরে মাগী—দেখ্‌ছিস্।

খাঁদি। তুইও দেখ্‌ছিস্।

নফ্। ওরা তো ঝগ্‌ড়া মিটিয়ে ফেল্‌লে।

খাঁ। তাতো ফেল্‌লে।

নফ্। তবে তুই আমি মিটিয়ে ফেলি আয়।

খাঁ। আয়!

নফ্। আর ঝগ্‌ড়া কর্ব্বিনি ?

খাঁদি। তুইও আর কর্ব্বিনি ?

নফ্। নাঃ!

খাঁদি। তবে আমিও "নাঃ"।

যবনিকা পতন।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস।

(বিশেষজ্ঞের লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রায় এই সময়েই আবার বাঙ্গালীর দ্বারা ইংরাজি নাটকাভিনয়ের আয়োজন অনুষ্ঠানের কথা কিছু কিছু শুনিতে পাওয়া যায়। পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য বঙ্গ-গৌরব স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় স্বীয় বাস-গ্রামের ভবনে সেক্সপিয়ারের 'হ্যামলেট' নাটক অভিনয় করেন। তিনি স্বয়ংই 'হ্যামলেটে'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'ইণ্ডিয়াণ মিরর' সম্পাদক সুনামখ্যাত ৺নরেন্দ্রনাথ সেন 'অফিলিয়া'র স্ত্রী-ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী রেভারেণ্ড ভাই ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—'লিয়ার্টেস', অক্ষয়কুমার মজুমদার—'হোরেসিও', ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী—'পলো-নিয়াস্', যোগেন্দ্রনাথ সেন—'বার্নার্ডো', মহেন্দ্রনাথ সেন—'রাজা' ও নন্দলাল দাস—'রাণীর' ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ছাতুবাবুর বাটীর 'শকুন্তলা' অভিনয়ের পরে Oriental Seminaryতে আবার shakspeare এর নাটকাবলীর অভিনয় কিছুদিন করিয়া-ছিলেন। ওরিএণ্টাল সেমিনারীর হেড মাষ্টার (প্রধান শিক্ষক) কাপ্তেন পামার কাপ্তেন ডি, এল্ রিচার্ডসন্, রসিকলাল সরকার প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিতগণের চেষ্টাতেই এই সকল অভিনয় আয়োজন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বেলগেছিয়া থিয়েটার।

৫। এইখানে আমরা আর একটী নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠানের কথা কিছু বিশদ করিয়া লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। এই অনুষ্ঠানের সঠিক ইতিহাস অনেকটা মাইকেল-জীবনচরিতে যোগীন্দ্র বাবু সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।* এই নাট্যসম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ স্বনামধন্য লালা বাবুর বংশধর রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহোদয়দ্বয়। কলিকাতার সুবিখ্যাত মহারাজ শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর—বাণী ও রমার বরপুত্র বাবু গৌরদাস বসাক, উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারী বাবু প্রিয়নাথ দত্ত (Asst. Comptroller—Financial Dept,) বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ নটকুলচূড়ামণি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এই সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। মাইকেল জীবনীতে বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয় লিখিত 'Reminiscences of Michael M. S. Dutta'—মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি নামক সন্দর্ভ পাঠে এই নাট্যসম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ বিবরণ জানা যায়। ইংরাজি নাটকের অনুকরণে নাটক লিখিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রবর্ত্তক কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়। তিনি তাঁহার 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, Should the drama ever again flourish in India, posterity will not forget these noble gentlemen the earliest friends of our rising national theatre' অর্থাৎ ভারতবর্ষে নাট্যকলার সমধিক প্রসারের সঙ্গে আমাদের উদীয় নাট্যশালার প্রথম সুহৃৎরূপী এই মহানুভব ব্যক্তিগণের

---

* গত অগ্রহায়ণের সংখ্যার "নাট্যমন্দিরে" নাট্যপ্রসঙ্গে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।—নাঃ সং।

সুপ্রসিদ্ধ ভৌতিক ক্রীড়াপ্রদর্শক
শ্রীযুত গণপতি চক্রবর্ত্তী।
প্রফেসর বসুর সার্কাসে অত্যাশ্চর্য্য ভৌতিক ক্রীড়া
দেখাইয়া ইনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

নাম ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ কখনও বিস্মৃত হইবেন না। ধন্য কবিবর! তুমি 'মেঘনাদ বধ' লেখার সময় লিখিয়াছিলে যে,—'রচিব যে মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'—উহা যেমন সার্থক হইয়াছে। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকলানুরাগের প্রসার বৃদ্ধি হিসাবে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছ তাহাও আজ সফল হইয়াছে। তোমার 'Rising national theatre যথার্থই এখন সমধিক প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া নাট্যামোদীগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া নাট্য-সাহিত্যের ও নাট্যকলার যথেষ্ট প্রসার করিয়াছে। রুচিবাগীশের দল রুষ্ট হইয়া যতই নাসিকা কুঞ্চন করুন না কেন, নাট্যশালার দ্বারা বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজ যে অনেকভাবে উপকৃত তাহা মহা মহা ঋষিগণও স্বীকার করেন। গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' 'বিল্বমঙ্গল' ও 'বুদ্ধদেবাদি' নাটকের অভিনয় দর্শনে অনেক পাষণ্ডেরও প্রেমাশ্রু ঝরিয়াছে! মাইকেল জীবনী সংগ্রহ করিতে বসিয়া শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্র বাবু যেমন নাট্য-শালার ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন ও তৎসঙ্গে বেলগেছিয়ার নাট্যসম্প্রদায়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরাও এইস্থানে বাধ্য হইয়া বাঙ্গালা নাটকের ও নাট্যাভিনয়ের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট 'Belgachia Theatre' এর কথা বিশেষ আবশ্যক জ্ঞানে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই নাট্যশালার অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত কয়েক ছত্র হইতেই নাট্যমন্দিরের পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। সংস্কৃত কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক পূজ্যপাদ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"একেই ত নাট্যশালা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তাহার উপর অনুচেষ্টা যতদূর মনোরম হইতে পারে, তাহাই হইয়াছিল। ইহাতে রঙ্গভূমির শোভা ইন্দ্রালয়ের ন্যায় হইয়াছিল, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইতে পারে না, শ্রোতামাত্রেই মোহিত হইয়াছিলেন এবং আমি স্বাভাবিক

অনেক বিষয়ে সিনিকাল (Cynical) আমিও ক্ষণকাল মোহিত হইয়াছিলাম।" এই সম্প্রদায়ের মোটামুটি ইতিহাস এই,—ওরিএন্টাল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের সহিত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিনেতাগণের কোনও কারণে মনোমালিন্য ঘটায় তাঁহারা রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহোদয়গণের সহিত মিলিত হন। ছাতু বাবুর বাটীর শকুন্তলা ও কালীপ্রসন্ন বাবুর বাটীর অভিনয়াদি দর্শনে কলিকাতার গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মহোদয়গণের মনে এই ইচ্ছা হয় যে দুই একরাত্র নাট্যাভিনয় করিয়া অজস্র অর্থ ব্যয় করা অপেক্ষা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করিয়া অভিনয়াদি করিলে নাট্যচর্চ্চার জন্য অযথা অর্থব্যয় হইবে না এবং নাট্যকলার উন্নতি সাধন স্থায়ীভাবে শীঘ্র শীঘ্র সংঘটিত হইবে। মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ই এইপ্রস্তাব প্রথমে করেন। এই সময় স্বর্গীয় 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ বেলগেছিয়ার বাগান বাটী রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সংগ্রহ করেন। এখানে সেখানে নাট্যশালা না করিয়া উপরোক্ত মহাত্মারা এই বেলগেছিয়ার উদ্যানেই নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। রাজভ্রাতৃযুগল বিশেষতঃ রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বিপুল ব্যয়ভার বহন করিয়া বহুদিনের সাধ মিটাইবার ইচ্ছায় এক নাট্যশালা প্রস্তুত করেন। *

---

* বাবু গৌরদাস বসাক লিখিয়াছেন :—To say that the Belgachia Theatre scored a brilliant success is to repeat a truism that has passed into a proverb. It achieved a success unparalleled in the annals of amateur theatricals in this country. The graceful stage, the superb sceneries, the stirring orchestra, the gorgeous dresses, the costly appertenances, the splendid get-up of the whole concern, were worthy of the brother Rajas, and the genius of their intimate friend Maharaja

১২৬৫ সালের ১৬ই শ্রাবণ ১৮৫৮ খৃঃ ৩১শে জুলাই এই বেলগেছিয়া থিয়েটার কর্ত্তৃক তাঁহাদেরই আবশ্যকমত নাট্যকার রামনারায়ণ কর্ত্তৃক 'শ্রীহর্ষদেব' প্রণীত 'রত্নাবলী' নাটিকার বঙ্গানুবাদ নাটকাকারে অভিনীত হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য (গীত রচয়িতা) বাবু গুরুদয়াল চৌধুরী মহাশয় রত্নাবলীর গীতগুলি রচনা করেন। এবং বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ ইংরাজ, পারসি, ইহুদি প্রভৃতি কৃতবিদ্য ও গণ্যমান্য দর্শকগণের জন্য এই 'রত্নাবলী'র এক ইংরাজি অনুবাদ করাইয়া মুদ্রিত করান হয়। এই অনুবাদক অপর কেহই নহেন—সেই অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এই অনুবাদের পারিতোষিক হিসাবে রাজ-ভ্রাতৃদ্বয় মধুসূদনকে পাঁচশত টাকা দান করেন। তখনকার শ্রেষ্ঠ নাটক লেখক রামনারায়ণ এই নাট্যশালার নাট্যকার, সুপ্রসিদ্ধ গীত রচয়িতা গুরুদয়াল বাবু ইহার গীত রচয়িতা, ইংরাজি অনুবাদক কবিবর মাইকেল মধুসূদন, সঙ্গীতশিক্ষক সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং একতান বাদনের অধ্যক্ষ বাবু যদুনাথ পাল (যিনি বঙ্গের একতান বাদনের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও চলে) কিন্তু এই নাট্যসম্প্রদায়ের নাট্যাচার্য্য ছিলেন কে তাহা কি জানিতে ইচ্ছা হয় না? সেই নট-কুল-চূড়ামণি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ই (বাগবাজার নিবাসী) নাট্যশিক্ষক ছিলেন। ইঁনি স্বয়ং রত্নাবলীর 'বসন্তক' (বিদূষক) এর ভূমিকা গ্রহণ করেন। নিম্নে (ফুটনোটে) আমরা অভিনেতাগণের নাম ও ভূমিকার পরিচয়

Sir Jotindra Mohan Tagore, an accomplished connoisseur. The performance of a single play, Ratnavali, which alone cost the Rajas ten thousand rupees, realised the idea and established the character of the real Hindu Drama with the improvements, suited to the taste of an advanced age.

দিলাম। বলা বাহুল্য এই সকল অভিনেতাগণ সকলেই সম্ভ্রান্তবংশীয় কৃতবিদ্য ও অভিনয়-কলা-নিপুণ।*

বাবু কেশব চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এরূপ দক্ষতার সহিত এই রত্নাবলীর অভিনয় শিক্ষা দেন ও নিজে অভিনয় করেন যে শত মুখে তাঁহার প্রশংসার কথা মুখরিত হয়। বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুর সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, কমিসনর, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণ ও পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পেট্রিয়ট-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উকীল শ্রেষ্ঠ রমাপ্রসাদ রায় (রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র) প্রমুখ কলিকাতার খ্যাতনামা সুধীবর্গ উপস্থিত থাকিয়া এই সকল অভিনয়াদি দর্শন করিতেন। বঙ্গদেশে আর কখনও এরূপ ভাবে কোনও নাটক অভিনীত হয় নাই। এখনকার কালে একবার The Calcutta University Institute এ "মেঘনাদ বধ" নাটকাভিনয়ে এইরূপ সম্ভ্রান্ত বাণী ও রমার বরপুত্রগণের সমাবেশ হইয়াছিল। এখানেও বঙ্গেশ্বর Sir John Woodburn মহোদয় নিজে ইচ্ছা করিয়া অভিনয় দেখিতে আইসেন। এই অভিনয়েও Presidency College প্রভৃতি কয়েকটী কলেজের উপাধিপ্রাপ্ত

* প্রিয়নাথ দত্ত—'রাজা উদয়ন'। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—'বসন্তক'।—(বিদূষক) রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ—'রুমন্বান'।—(সেনাপতি) গৌরদাস বসাক—'যৌগন্ধরায়ণ'।—(মন্ত্রী) (পরে দীননাথ ঘোষ ও তারাচাঁদ গুহ) নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—'বাভ্রব্য'। গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বাহুভূতি'। মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী—'বাসবদত্তা' (চুনীলাল বসু) হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—'রত্নাবলী'। অঘোরচন্দ্র দীঘড়িয়া—'সুসঙ্গতা'। শ্রীনাথ সেন—'বাজীকর'। যদুনাথ ঘোষ—'দ্বারবান। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী—'সূত্রধর'। দ্বারকা নাথ মল্লিক ও কৃষ্ণ গোপাল ঘোষ—'চোপদার'। রমনাথ লাহা—'নটী'। কালিদাস সান্যাল ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—নর্ত্তকী। শ্রীরামপুর নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ—'কাঞ্চনমালা'।

উচ্চশিক্ষিত ও শিক্ষার্থী ছাত্রগণ অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। যাক সে কথা। আমাদের বেলগেছিয়া থিয়েটারের নাট্যশিক্ষক বাবু কেশব চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা নিম্নে বিবৃত হইল।*

---

* বাবু গৌরদাস বসাক (অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও খনামখ্যাত কলিকাতার মহাপণ্ডিত) লিখিয়াছেন,—

"The Dramatic corps was drawn from the Flower of our educated youth. Among the actors Babu Keshub Chunder Ganguly stood pre-eminent. Endowed by nature with histrionic talents of no mean order, he represented the 'Vidushaka' (Jester) with such life-like reality, and so rich a fund of humour as to be styled the *Garrik of our Bengali Stage*. The Lieutenant Governor Sir Frederick Haliday, who was present with his family, was so delighted that he complimented him on his extra-ordinary dramatic talents. He said that looking at his serious and sedate appearance one could hardly believe him capable of acting so capitally the part of the jester."

স্বর্গীয় বাবু কিশোরী চাঁদ মিত্র "কলিকাতা রিভিউ" (Calcutta Review) পত্রে লিখিয়াছেন—"*The gem of the actors was* 'Vasantaka' who was represented by *Babu Keshub chander Ganguly*. His ready wit, his inimitable comic humour may fairly entitle him to the praise of being *the best actor in Bengal*. He kept up the interest of the play most successfully and *was the life and soul of the performance*."

মহাকবি মধুসূদন নিজেও এই মহাত্মার গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার 'কৃষ্ণ-কুমারী' নাটক নটকুলচূড়ামণি কেশবচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করিয়া লিখিতেছেন,—"আপনি আধুনিক নটকুল শিরোমণি, কৃষ্ণকুমারির দোষগুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবে না। বিশেষতঃ আমার এই বাসনা, যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিত সম্প্রদায় জানিতে পারেন যে, আপনার সদৃশ দর্শি-কাব্যবিশারদ একজন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিতেন।" তখনকার কালে অভিনেতা ও অভিনয়ের কিরূপ আদর ছিল, পাঠকগণ দেখিলেন কি?

শুনিতে পাওয়া যায় এই 'রত্নাবলী' নাটকের ছয়টী অভিনয় হয়। শেষ অভিনয় শনিবার ২৪শে কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল ইংরাজী ১৯ শে অক্টোবর ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ। এই সম্প্রদায়ের সঙ্গীত শিক্ষক সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রযত্নে ও উৎসাহে দেশীয় যন্ত্রাদি সাহায্যে এক একতান বাদনের প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি এখনও বঙ্গদেশের কোথাও কেবল দেশী যন্ত্র সাহায্যে একতান-বাদন-সম্প্রদায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিল না। রত্নাবলীর ইংরাজি অনুবাদ সূত্রে কবিবর মাইকেল মধুসূদনের সহিত এই সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠতা হয়। মধুসূদন আজীবন ইংরাজি অনুরাগী, এবং সেই জন্য সংস্কৃত নাটক রত্নাবলী তাঁহার মনোমত ছিল না। তিনি বাঙ্গালা নাটকে ইংরাজী প্রথা আনয়ন প্রয়াসে সচেষ্ট হয়েন। তিনি সংস্কৃত নাটকের বহু দোষের বিষয় সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন। 'রত্নাবলী নাটকও যে নাট্যাংশে উৎকৃষ্ট নহে তাহাও দেখাইতেন। কিন্তু তিনি রত্নাবলী নাটক অনুবাদ করিয়াই যশস্বী হয়েন—যোগীন্দ্র বাবু বলেন যে হরকরার সম্পাদক নাকি লিখিয়াছেন—বাঙ্গালীর লেখনী হইতে এরূপ

আমরা বাবু কেশবচন্দ্রের প্রতিবাসী ছিলাম। বাল্যে তাঁহার নানা গুণাবলীর কথা শুনিতাম। লেখকের পুজনীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়ও বেলগেছিয়ার এই সকল নাট্যাভিনয়ে দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতেন। কেশব বাবুর ন্যায় অভিনেতা ও নাট্য-কলা-কুশল বঙ্গদেশে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কথা আমরা কেবল মাত্র যোগীন্দ্র বাবুর মাইকেল জীবন-বৃত্তে দেখিতে পাই। দিন দিন সে সকল কথা চাপা পড়িতেছে। বঙ্গীয় নাট্যশালা ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় ভাবে বিজড়িত থাকে এই উদ্দেশ্যে আমরা এই সকল কথা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই বেলগেছিয়া থিয়েটার ব্যতীত তিনি আরও এক সম্ভ্রান্ত নাট্য-সম্প্রদায়ের নাটক শিক্ষক ছিলেন, সে কথা যথা স্থানে আলোচিত হইবে।

লেখা যে কখন বাহির হয় তাহা আমরা জানিতাম না। বঙ্গেশ্বর হ্যালিডে মহোদয়ও নাকি এই অনুবাদের উচ্চ প্রশংসা করেন। যাহা হউক না কেন, মধুসূদন কিন্তু সংস্কৃতানুদিত রত্নাবলী নামক এই অকিঞ্চিৎকর নাটকখানার জন্য রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন দেখিয়া বহু আক্ষেপ করেন! এবং বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া বাঙ্গালা নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। এই সকল কথা বিস্তারিত ভাবে মাইকেল জীবনবৃত্তে নবম অধ্যায়ে যোগীন্দ্র বাবু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গলা নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা'। কেশব বাবু নাকি ইহা দেখিয়াছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বহু উৎসাহে এই নাটকখানি গ্রহণ করিয়া এই বেলগেছিয়া থিয়েটারে অভিনয় করেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই নাটকের পাণ্ডুলিপি পাঠে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েন এবং স্বয়ং এই 'শর্ম্মিষ্ঠা'র জন্য কয়েকখানি গীত রচনা করেন। শেষাঙ্কের শিবস্তোত্র সঙ্গীতটী তাঁহারই রচিত। বলা বাহুল্য নাট্যানুরাগী রাজ ভ্রাতৃদ্বয় এই নাককের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় কবিবরকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়াছিলেন এবং নিজব্যয়ে উহা মুদ্রিত করিয়া দেন। ১২৬৬ সালে ৩রা ভাদ্র (১৮৫৯ খৃঃ আগষ্ট) এই 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়ে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় (শর্ম্মিষ্ঠা) বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন নাট্যবিৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রত্নাবলীর পূর্ব্বলিখিত অভিনেতাগণের সহিত যোগদান করেন। রাজার ভূমিকা এবারও সেই রত্নাবলীর রাজা প্রিয়নাথ দত্ত মহাশয়কে প্রদত্ত হয় তবে পিতৃবিয়োগ ঘটায় তাঁহার অনুপস্থিতিতে বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় এই ভূমিকা গ্রহণ করেন। মাধব্য (বিদূষক) এবার সেই নট-শিরোমণি বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। (বিশ্বকোষে বিস্তারিত তালিকা দেখুন)।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব প্রথম, দ্বিতীয় শকুন্তলা, তৃতীয় 'বেনী-সংহার' চতুর্থ বিক্রমোর্ব্বসী (মালতী মাধবের অভিনয় কথা শুনা যায় না) সেই হিসাবে 'রত্নাবলী' ও মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' পঞ্চম ও ষষ্ঠ অভিনীত বাঙ্গলা নাটক।*

৬। এই সময়ে আহিরীটোলা-নিবাসী, হাওড়া, জনাইএর সুবিখ্যাত জমিদার ৺ চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয়ের কথা শুনা যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত জয়রাম বসাক ও অভয়চরণ গুপ্ত নামক জনৈক নাট্য-কুশল এই অভিনয়ের অধ্যক্ষতা ও শিক্ষকতা করেন। এই অভিনয় ১২৬৬ সালের প্রারম্ভেই হইয়াছিল। কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' ও 'ভাস্করে' এই অভিনয় কথার বিবরণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। নাট্যপ্রেমিক স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ও বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ, পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও হুগলী শ্রীরামপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটাদি রাজ-কর্ম্মচারিগণ না কি দর্শকরূপে এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। ১২৬৬ সালের প্রথম মাসেই এই অভিনয়ানুষ্ঠান হয়।

৭। শর্ম্মিষ্ঠা অভিনয়ের সমসাময়িক আর এক অভিনয় আয়োজনের কথা অমরা জানিতে পারি। স্বর্গীয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে সিন্দুরিয়াপটী নামক কলিকাতার বড়বাজার পল্লীতে 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের এক অভিনয় অনুষ্ঠান হয়। প্রথম অভিনয় ১২৬৭

* এই রত্নাবলী ও শর্ম্মিষ্ঠা নাটকদ্বয় অভিনয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বিশ্বকোষ সংগ্রহ-কর্ত্তা লিখিতেছেন, "১২৬৬ সালের মধ্যকালে বা ১৮৫৯ খৃঃ শেষে—'মালবিকাগ্নি মিত্রে'র অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কঞ্চুকীর ভূমিকা লইয়াছিলেন। বেলগেছিয়ার এই নাট্যশালা তখন এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।" আমরা ইহার বিশেষ আলোচনার কথা দেখিতে পাই না।

সালের বৈশাখ বা ১৮৬০ খৃঃ এপ্রেল মাসে। সিন্দুরিয়াপটীর ৺গোপাল-লাল মল্লিকের বাটীতে এই অভিনয় হয়। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনই স্বয়ং নাট্য-শিক্ষক।

নিম্ন লিখিত তালিকানুযায়ী বিধবা বিবাহ নাটকে'র ভূমিকা খ্যাতনামা সুধীবর্গ গ্রহণ করেন। 'কৃত্তিরাম ঘোষ'—মহেন্দ্রনাথ সেন; 'মন্মথ'—'রেভারেণ্ড' প্রতাপচন্দ্র মজুমদার; 'রামকান্ত'—কৃষ্ণবিহারী সেন (অধ্যাপক); 'গুরু-মহাশয়'—হারাণচন্দ্র মজুমদার; 'রামদেব' অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার; 'বর'—যাদবচন্দ্র রায়; 'সুলোচনা'—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (নাট্যকার); 'পদ্মাবতী'—গোপালচন্দ্র সেন; 'সুখময়ীর পুত্রবধূ'—নরেন্দ্রনাথ সেন (মিরর-সম্পাদক); 'রূপবতী'—রাখালচন্দ্র সেন। কণ্ঠ-সঙ্গীতে ও যন্ত্র সঙ্গতে নিম্ন লিখিত কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যোগদান করেন। বাবু উমেশচন্দ্র ভদ্র, রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, ক্ষেত্র-মোহন বসু, পঞ্চানন মিত্র, গদাধর মিত্র, রসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বেণীমাধব সোম মহাশয়গণ। পাইকপাড়ার রাজাদিগের বেলগেছিয়া থিয়েটারের প্রতিযোগী হিসাবে এই অভিনয়ে বহু অর্থব্যয় করা হইয়াছিল। বাবু মুরলীধর সেনই প্রধান পৃষ্ঠপোষক। চারিহাজার টাকা না কি ব্যয় হয়। হলবিং নামক জনৈক ইংরাজ নাটপীঠ-শিল্পী-দ্বারা মঞ্চ ও দৃশ্যপটাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। তখনকার 'হরকরা' পত্রে ইহার কিছু কিছু আলোচনা আছে। এই প্রস্তাব আমরা এখানে শেষ করিলাম। ১২৬৩।৬৬ বঃ অর্থাৎ ১৮৫৭।৬০ খৃঃ মাত্র চারি বৎসর কাল মধ্যে কলিকাতায় ও স্থানে স্থানে এই সকল উল্লেখযোগ্য নাট্যাভি-নয় হইয়াছিল। নাটক, নাট্যাভিনয় ও অভিনেতৃকুলের যথেষ্ট আদর দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তখনকার কালে যদি কোনও 'গিরিশচন্দ্র' উদিত হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে আক্ষেপ করিয়া লিখিতে হইত না যে,—

'লোকে কয় অভিনয় কভু নিন্দ্যনীয় নয়,
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাজন।
পরের বেদনা হায়! পরে কি বুঝিবে তায়,
হায় রে, ব্যথার ব্যথী আছে কয়জন?

তৃতীয় প্রস্তাব।

সিন্দুরিয়াপটীর ৺ গোপাল লাল মল্লিকের বাটীর অভিনয়ের ৩।৪ বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৭১ ১৮৬৪ অব্দে কলিকাতার সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী শোভাবাজারের রাজবাটীর ৺ দেবী কৃষ্ণ দেব মহাশয়ের ভবনে "Shovabazar Private Theatrical Society" নামে এক নাট্য-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সমিতির অভিনয় কার্য্যাদি বেশ শৃঙ্খলার সহিত অনুষ্ঠিত হইত। বাবু চন্দ্র কালী ঘোষ মহাশয় সভাপতি ও ডাক্তার উমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় এই সম্প্রদায়ের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রথম অভিনীত নাটক বা প্রহসন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা'। এই পুস্তকের পর পর তিনটী অভিনয় হইয়া কিছুদিন এই সম্প্রদায়ের কার্য্যাদি স্থগিত থাকে। সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্যোক্তা ও অভিনেতা-গণের মধ্যে এই কয়েক জন ব্যক্তির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ (কালী বাবু), মনিমোহন সরকার (নববাবু), কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ (হরকামিনী), কুমার অমরেন্দ্র কৃষ্ণ (প্রসন্নময়ী), গোপাল চন্দ্র রক্ষিত (কমলা ও বাবু), কালীকৃষ্ণ বসু (সার্জ্জন), কুমার উদয় কৃষ্ণ (মুটে ও কমলা), পেয়ারী বৈষ্ণব (কর্ত্তা, মাতাল মন্ত্রী), প্রিয় মাধব বসু মল্লিক (বাবাজী) ও ডাক্তার উমেশ চন্দ্র মিত্র (বেলফুলওলা ও মালী) প্রভৃতি। কবিবর ৺ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভৃতি সুধীবৃন্দ দর্শক রূপে উপস্থিত ছিলেন 'Hindu Patriot' নামক খ্যাত নামা পত্রে এই Societyর অভিনয়াদির কথা পাওয়া যায়। পর বৎসরে ১২৭২।১৮৬৫ অব্দে (১০ শ্রাবণ। ২৪ শে জুলাই) এই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মাইকেলের 'কৃষ্ণ কুমারী' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এই সময়ে প্রায় আঠার মাস কাল আবার এই সম্প্রদায়ের কার্য্যাদি বন্ধ থাকে। সমিতি পুনর্গঠিত হয়। এবার একটী বৃহৎ কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি নির্ব্বাচিত হইয়া এই সম্প্রদায়ের কার্য্যাদি মহা উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। সুবিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় এবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। রাজবাটীর কুমারগণ বিশেষ উদ্যোগী হন ও নানা কার্য্যের ভার নিজে নিজে গ্রহণ করেন। তাঁহারা ব্যতীত রাজ-জামাতা শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র প্যারীমোহন দাস (পেয়ারী বৈষ্ণব) মণি মোহন সরকার ও রাজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণও এই সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১২৭৩।১৮৬৭ অব্দে (ফাল্গুনের শেষে ফেব্রুয়ারির প্রথমে) মহাসমারোহে কৃষ্ণকুমারী' নাটকের এক অভিনয় হয়।*

এবারও সাময়িক শ্রেষ্ঠ সংবাদ পত্র 'হিন্দু পেট্রিয়টে', এই সকল অভিনয়ের বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়। রাজবাটীর এই অভিনয়ে

* 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকাভিনয়ের ভূমিকা ও অভিনেতাগণেরনাম,—'সুত্রধার'—ক্ষেত্র মোহন বসু, 'ভীমসিংহ'—বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়, 'বলেন্দ্র-সিংহ'—প্রিয়মাধব বসু মল্লিক, 'সত্যদাস'—কুমার আনন্দ কৃষ্ণ, 'জগৎ সিংহ'—কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ, 'নারায়ণ মিশ্র ও দূত বেণীমাধব ঘোষ, 'ধনদাস'—মণিমোহন সরকার, 'ভৃত্য'—জীবন কৃষ্ণ দেব, 'কৃষ্ণকুমারী'—কুমার ব্রজেন্দ্র কৃষ্ণ, অহল্যাবাঈ'—কুমার অমরেন্দ্র কৃষ্ণ, 'তপস্বিনী'—কুমার উদয় কৃষ্ণ, 'মদনিকা'—রাম কুমার মুখোপাধ্যায় ও 'সহচরীদ্বয়'—হীরালাল সেন ও নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গের স্থায়ী নাট্যশালার ভাস্কর, নটকুল ধুরন্ধর, শ্রেষ্ঠ নাটককার, নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় দর্শক রূপে উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে দুই একস্থল ব্যতীত সংস্কৃত ভাষান্তরিত বাঙ্গালা নাটকাপেক্ষা খাঁটী বাঙ্গালা নাটকের অভিনয়ের আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক ও প্রহসনাদি অধিকাংশ স্থলেই অভিনীত হইত।

১২৭১।১৮৬৪ অব্দেই বাগ বাজারে ৺ নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শ্রীশ্রী৺মদন মোহন জীউর রাসমঞ্চের পশ্চাৎ ভাগস্থিত ভবনে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উদ্যোগে এক নাট্য সম্প্রদায়ের গঠন হয়। এই সম্প্রদায় ৪ বৎসর কাল জীবিত ছিল। প্রথম দুই বৎসর শ্রীযুক্ত কালিদাস সান্যাল মহাশয়ের রচিত 'নল দময়ন্তী' নামক নাটকের ১৪।১৫টি অভিনয় যথাক্রমে হয়। এই কালিদাস বাবু শোভাবাজার রাজবাটীর দলের একজন যোগ্য অভিনেতা ছিলেন। তিনি ও গোপাল বাবু একত্রে এই নূতন সম্প্রদায়ের শিক্ষাবিধানে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত বহু সম্প্রদায়ের ন্যায় এই সম্প্রদায়ে যে কেবল আপনাদের সমিতির ভবনেই অভিনয়াদি করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন এমন নহে। ইঁহারাই না কি প্রথম নিজালয় ছাড়িয়া অন্যান্য স্থানে আমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় কলার প্রসার বৃদ্ধি কল্পে দেশে বিদেশে অভিনয় দেখাইয়া বেড়ান। পাঠকগণ, স্মরণ করিয়া রাখিবেন যে এই কার্য্যেও 'বাগবাজার'ই অগ্রণী বা প্রথম। কলিকাতাস্থ পাথুরিয়া ঘাটার বীর নৃসিংহ মল্লিক, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীমদন মোহন জীউর সেবাইত গোকুল চাঁদ মিত্র ও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল বাবুর নিজ ভবনে এই সম্প্রদায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত নাট্যাভিনয় দেখাইয়া ছিলেন। মফস্বলের মধ্যে বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে, ভট্টপল্লীর অধ্যাপকগণের বাটীতে ও শিবপুরের চৌধুরীদিগের বাটীতে

যে সকল অভিনয় হয় তাহারও সুযশ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান রাজবাটীর অভিনয়ের কৃতীত্ব দেখাইয়া সম্প্রদায়ের নেতা কালিদাস সান্ন্যাল মহাশয় মহারাজ মহাতাব্ চাঁদ বাহাদুরের বিশেষ প্রিয় পাত্র হয়েন ও সেই সুযোগে রাজ সরকারে কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। চটামহেশতলানিবাসী গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ইন্দুপ্রভা' নামক আর এক খানি নাটক এই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল।*

১২৭০ বঙ্গাব্দে ইংরাজি ১৮৬৩।৬৪ খৃষ্টাব্দে পাথুরিয়া ঘাটার সেই প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ঠাকুর বংশের ৺ গোপী মোহন ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে মহারাজ ৺ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর (তখন বাবু) মহোদয়ের প্রযত্নে এক উৎকৃষ্ট নাট্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার কথা প্রকাশিত আছে। পাইক পাড়ার রাজাদিগের স্থাপিত 'বেলগেছিয়া থিয়েটার' এর সহিত মহারাজ যতীন্দ্র মোহন বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এ কথা আমরা পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি। 'মধুসূদন জীবনীতে (যোগীন্দ্র বাবুর) এ বিষয়ে অনেক কথা সুশৃঙ্খলে ও যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। পাথুরিয়া ঘাটার এই সম্প্রদায় 'মালবিকাগ্নি মিত্র' নাটক লইয়া প্রথম

---

* বাগবাজারের এই সম্প্রদায়ের 'নলদময়ন্তী' অভিনয়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অভিনয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন ;—বাবু গোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (নল), কালিদাস সান্ন্যাল (বিদূষক) নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (মন্ত্রী) গগন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ভীমসেন), শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী (কঞ্চুকী), রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যাধ) গিরিশচন্দ্র মিত্র (ব্রাহ্মণী) গিরীশ চন্দ্র ঘোষ—'ইনিই উত্তর কালে Bengal Theatre এর সেই 'স্থূলকায়' গিরীশ ঘোষ (ঋষি), আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উভয়ে (দময়ন্তী); গোপাল চন্দ্র মজুমদার, আনন্দলাল মিত্র ও হরিদাস সরকার (সখিত্রয়) ক্ষেত্রমোহন বসু (নট) ও হরিশচন্দ্র কর্ম্মকার (নটী) আর 'ইন্দুপ্রভা' নাটকের 'বিচিত্রবাহু'র ভূমিকাও গোপাল বাবু স্বয়ং গ্রহণ করেন।

রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েন। ১২৭১ সাল ইংরাজি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে। পরে ২।৩ বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহারা 'বিদ্যাসুন্দর' 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,' 'বুঝলে কি না'? 'মালতী মাধব,' 'উভয় সঙ্কট,' 'চক্ষুদান,' 'রুক্মিণীহরণ' ইত্যাদি অভিনয় করিতে থাকেন। বহুকাল পরে আবার ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে না কি তাঁহারা 'বসাবিস্কাররুন্দক' নামক এক ক্ষুদ্র দৃশ্যকাব্যের অভিনয় কিছুদিনের জন্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল নাটকগুলির মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের বিশেষ সুনাম প্রকাশ আছে। এই নাটক খানির আট দশবার অভিনয় হইয়াছিল। প্রথম অভিনয় রজনী ১২৭২।২৩শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী ১৮৬৬) শনিবার মহা সমারোহে এবং কৃতীত্বের সহিত এই সকল অভিনয় সম্পাদিত হইয়াছিল। Belgachia Theatre এর কয়েকজন সুযোগ্য অভিনেতা এই সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিলেন। সেই সুবিখ্যাত নাট্যাচার্য্য কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ই এই সম্প্রদায়ের নাট্য-শিক্ষক ছিলেন। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে এই সম্প্রদায় কিরূপ উৎকৃষ্ট ছিল। বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয় তাঁহার 'Reminiscences of Michael M. S. Dutta" এ লিখিতেছেন,—"I need scarcely add that the Pathuriaghatta Theatre, with the same magnificient orchestra and the same distinguished corps of the Belgatchia Theatre was equally successtul in achieving a reputation as high as that which had been attained by its prototype of Belgatchia." গৌরদাস বাবু লিখিয়াছেন যে এই সম্প্রদায়ের প্রথম প্রতিষ্ঠারকাল ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ এবং সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ২২ বৎসর কাল না কি জীবিত থাকিয়া এই সম্প্রদায় কলিকাতার কৃতবিদ্য গণ্যমান্য সমাজের অভিনয় দর্শনোৎসুক্য চরিতার্থ করিয়া

জাতীয় নাট্যকলার প্রসারবৃদ্ধি-কল্পে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। 'বিদ্যাসুন্দরের' অভিনয় দর্শনার্থ রেবার রাজা অমাত্যগণ সহিত, বিজয়নগরের মহারাজ ও ইউরোপের প্রসিদ্ধ ইংরাজ মন্ত্রী 'থেরেস পুসার্ড' ও বাদ্যযন্ত্রবিক্রেতা বিখ্যাত 'বার্কিন্ ইয়ং' কোম্পানীর manager অধ্যক্ষ রিজলে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। বাদ্যযন্ত্র বিশারদ এই কলাবিৎগণ নাকি ঐক্যতান বাদনের সময় বেহালা ও পিয়ানো বাজাইয়া দর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। 'মালতী মাধব' নাটক ১২৭৪ সালের ১৫ই আশ্বিন (১৮৬৭ খৃঃ ৩০ সেপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবারে প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকেরও ৮।১০ বার অভিনয় হইয়াছিল। এই নাটকের কোন বিশিষ্ট অভিনয় রজনীতে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর 'Lord Lawrence' দর্শকের আসন অলঙ্কৃত করিয়া পাথুরিয়াঘাটার এই নাট্য-সম্প্রদায়কে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই সকল রাজন্যবর্গের ও ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধির উপস্থিতির কথা লক্ষ্য করিয়া গৌরদাস বাবু লিখিয়াছেন,—"The performances * * were continued * * * to afford a rare and rich treat to the elite of our Calcutta society, from the Viceroy down to the latest new comer and left a lasting mark on the annals of our Drama," নিম্নলিখিত অভিনেতাগণ বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়া অভিনয় কলাকুশল বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। "বিদ্যাসুন্দরে",—'রাজা বীরসিংহ'—রাধাপ্রসাদ বসাক (সে কালের প্রসিদ্ধ), 'সুন্দর'—মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'বিদ্যা'—মদনমোহন বর্ম্মা ও 'হীরা মালিনী'—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। "মালতী মাধবে",—'মাধব'—যদুনাথ ভট্টাচার্য্য ও "রুক্মিণীহরণে",—'তোতলা ব্রাহ্মণ'—রাধাপ্রসাদ বসাক। আর এক কথা, ঠাকুর বাটীর তৃতীয় অভিনীত পুস্তক 'যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল' নামক প্রহসন 'বিদ্যাসুন্দর'

নাটকাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অভিনীত হইয়াছিল। নাটকের সঙ্গে প্রহসনাভিনয় যোগ বুঝি এই প্রথম। পাথুরিয়াঘাটার এই সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনয় অনুষ্ঠানের পরও কতক কতক সমসাময়িক আরও কয়েকস্থানে, ধনী ও রমার বরপুত্রগণের আলয়ে কয়েকটী সুন্দর সুন্দর নাটকাভিনয় অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে (যথাস্থানে সংক্ষেপে তাহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল) তন্মধ্যে যোড়াসাঁকোর স্বনামখ্যাত 'ঠাকুর' পরিবারস্থ নাট্যসম্প্রদায়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাই গৌরদাস বাবু লিখিয়াছেন যে, "The example set by the Belgatchia, Pathuriaghata and Jorasanko Theatres paved the way for the establishment of several permanent public Theatres that have now become standing institutions in our Country for the amusement and instruction of the people" (দুঃখের বিষয়, কোন কোন সম্প্রদায় স্বনামখ্যাত এই বহুদর্শী বিজ্ঞ সুধীর মতের বিরোধী। কিন্তু কি করা যাইবে? সাম্প্রদায়িক মত সর্ব্বত্রই পরিত্যজ্য।)

পাথুরিয়াঘাটার এই ঠাকুর বংশের সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যসম্প্রদায়ের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে আমরা এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং তখনকার কালের এই প্রদেশস্থ সম্ভ্রান্ত নাট্য-সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ট-ভাবে সম্বন্ধ মাতৃভাষানুরাগী নাট্যকলাপ্রিয়, সুকবি ও সুধী যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যম ও উৎসাহের কথা এখানে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি। এই স্বনামখ্যাত মহারাজ উত্তরকালে সাধারণের হিতকর নানা অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকিয়া ও নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতা স্বয়ং হইয়া বহুবিধ রাজসম্মানে ভূষিত ও জন-সাধারণের প্রিয় ও শ্রদ্ধায় পাত্র বলিয়া যেমন প্রতিপত্তিশালী হইয়া-ছিলেন, জীবনের প্রথম ভাগেও তেমনই ইংরাজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা